JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

# ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

Part 1

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

### ◆ ব্যবসায় সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি -

→ "শিল্পকে শুধু পয়সা সংগ্রহের যন্ত্র হিসেবে গণ্য করার দিন গত হয়েছে" কথাটি বলেছেন - অলিভার শেলডন।
→ "জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে যেমন শুধু ভোজন করা নয়, তেমনি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যও শুধু মুনাফা অর্জন নয়" - L.F. Urwick.
→ "আমাদের নিকট বড় কাজ হলো অর্থ উপার্জন (A great affair we always find, is to get money)" - এডাম স্মিথ।
→ "ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা গ্রহণের পুরস্কারই হলো মুনাফা" - কথাটি বলেছে F.H. Night.
→ "উদ্যোক্তা হলো শিল্পের নেতা বা পরিচালক" - বলেছেন আলফ্রেড মার্শাল।
→ "ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে তা জনকল্যাণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধন করতে পারে" -কথাটি বলেছেন Peter F. Drucker.
→ "সমাজের প্রতি ব্যবসায়ের কর্তব্যই তার সামাজিক দায়িত্ব" - কথাটি বলেছেন M.D. Mishra.
→ "আমাদের হাজার হাজার মনোভাব থাকতে পারে কিন্তু মূল্যবোধ রয়েছে কয়েক ডজন মাত্র"-বলেছেন মি. রকিচ।
→ "Profit can be no more the objective of Business than eating is the objective of living"- L.F. Urwick
→ "Profit is the reward for bearing risk and uncertainty"- F.H. Night
→ প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন- B.O.Wheeler and Norman Richard
→ কার্যগত দৃষ্টিকোন থেকে ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন -B.B.Ghosh, Bushan, Gloss is Baker.
→ অর্থগত ও কার্যগত দৃষ্টিকোন থেকে ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন - M.C.Shukla.

### ◆ কয়েকটি বিষয় ও জনকের নাম :

| বিষয় | জনক | বিষয় | জনক |
|---|---|---|---|
| সমাজবিজ্ঞান | Auguste Comte | ব্যষ্টিক অর্থনীতি | Adam Smith |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | Aristotle | সামষ্টিক অর্থনীতি | John Maynard Keynes |
| অর্থনীতি | Adam Smith | আধুনিক অর্থনীতি | Paul Samuelson |

### ◆ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যসমূহ :

→ ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি/ মুখ্য/প্রধান/মৌলিক উদ্দেশ্য- মুনাফা অর্জন (Profit Maximization).
→ ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য- সম্পদ সর্বাধিকরণ (Wealth Maximization).

**ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য**

**অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য**
-মুনাফা অর্জন
-মূলধন বিনিয়োগ
-উৎপাদন ও অভাবমোচন
-সম্পদের সদ্ব্যবহার
-ক্রেতা সৃষ্টি
-জনশক্তির সদ্ব্যবহার
-নতুনত্ব উদ্ভাবন
-স্থায়িত্ব ও উন্নতি

**সামাজিক উদ্দেশ্য**
-ন্যায্যমূল্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ
-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
-জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
-অসামাজিক তৎপরতা বর্জন
-জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ

**মানবিক উদ্দেশ্য**
-ন্যায্য বেতন প্রদান
-সরবরাহকারীদের উপযুক্ত মূল্য প্রদান
-মানবীয় সম্পর্ক সৃষ্টি
-উপযুক্ত কার্য পরিবেশ সৃষ্টি
-চাকরির স্থায়িত্ব বিধান
-শ্রমিক কল্যাণ

**জাতীয় উদ্দেশ্য**
-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ
-জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি
-আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন
-বেকারত্ব দূরীকরণ
-দেশরক্ষা

### ◆ বিভিন্ন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -

| ব্যবসায়ের নাম | উদ্দেশ্য |
|---|---|
| একমালিকানা ব্যবসায় | মুনাফা অর্জন |
| অংশীদারি ব্যবসায় | |
| যৌথমূলধনি ব্যবসায় | |
| সমবায় সমিতি | সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণ সাধন |
| ব্যবসায় জোট | ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা হ্রাস ও একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার |
| রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় | জনকল্যাণ |
| যৌথ হিন্দু পারিবারিক ব্যবসায় | পারিবারিক কল্যাণ সাধন ও মুনাফা অর্জন |

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

◆ **ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

◆ **ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :**

১. **প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দ) :** আদিম স্তর, Barter System, কৃষি কাজ, পশুপালন, ফলমূল আহরণ, হস্তশিল্পজাত পণ্য, স্পষ্টভাবে স্ব উৎপাদনকারী ও ভোগকারী শ্রেণির উদ্ভব হয়।

২. **মধ্যযুগ (খ্রিস্টাব্দ ৪০১ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) :** অর্থের প্রচলন, দুষ্প্রাপ্য শামুক, ঝিনুক, কড়ি, পাথর ইত্যাদির ব্যবহার, বাজার ও শহরের উৎপত্তি, উদ্‌ সৃষ্টি, একমালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায়ের আবির্ভাব হয়।

৩. **আধুনিক যুগ (খ্রিস্টাব্দ ১৬০১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) :** শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, **উৎপাদক নিয়ন্ত্রিত বাজার ভোক্তা নিয়ন্ত্রিত বা** রূপান্তরিত, কোম্পানি সংগঠন, ব্যবসায় জোট, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়, যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়, বিমা ব্যবস্থা ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন।

- ➲ **শিল্প বিপ্লব হয়-** আধুনিক যুগে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে)। শিল্প বিপ্লবকালীন সময় ১৭৫০-১৮৫০।
- ➲ মধ্যযুগে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে।
- ➲ পরিবহন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে- **যান্ত্রিক শক্তির প্রভাবে।**
- ➲ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হয়- শহর গঞ্জকে কেন্দ্র করে।

◆ **স্তরভেদে শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাথমিক শিল্প ও মাধ্যমিক শিল্প।**

- **প্রাথমিক শিল্প :** যে শিল্প প্রাকৃতিক সম্পদের কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে প্রাথমিক শিল্প বলে। এ শিল্পে সম্পদের কোনো রূপগত পরিব ঘটে না। উদাহরণ : প্রজনন শিল্প, নিষ্কাশন/উত্তোলন শিল্প, কৃষি শিল্প।
- **মাধ্যমিক শিল্প/দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্প :** প্রাথমিক শিল্প হতে প্রাপ্ত সম্পদসমূহের রূপগত পরিবর্তনকে মাধ্যমিক শিল্প বলা হয়। মাধ্যমিক শিল্পে উপকরণের রূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। মাধ্যমিক শিল্পের ভিত্তি প্রাথমিক শিল্প থেকে পাওয়া উপকরণ। উদাহরণ : উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ শিল্প, সেবা পরিবেশক শিল্প।

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

- ➲ ইংরেজি **Commerce** শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি **Kom'ers** শব্দ হতে।
- ➲ ব্যবসায় একটি সামাজিক- **প্রক্রিয়া।**
- ➲ জীবিকা অর্জনের সহজ ও স্বাধীন পেশা- **ব্যবসায়।**
- ➲ ব্যবসায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- **উপযোগিতা।**
- ➲ সামাজিক ব্যবসায় ধারণার জনক- **নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস।**
- ➲ ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ- **পণ্য ও সেবা।**
- ➲ নিজে ভোগের জন্য কোনো কিছু ক্রয় করলে বা উৎপাদন করলে তা ব্যবসায় হিসেবে গণ্য হবে না।
- ➲ ব্যবসায়ের ভূষণ- **সুনাম।**
- ➲ ব্যবসায়ের উৎপত্তি **– মানুষের অভাববোধ থেকে।**
- ➲ ব্যবসায়ের সব থেকে মর্যাদার বিষয়- **সুনাম।**
- ➲ শ্রমের কাম্য ব্যবহার ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক জাতীয় উদ্দেশ্য।
- ➲ সাধারণত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বলা হয়- **মুনাফাকে।**
- ➲ উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করে- **ব্যবসায়।**
- ➲ কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বলা হয়- **উপযোগ।**
- ➲ মতাদর্শ, ঋণ ও অর্থ- **ব্যবসায়িক সওদার আওতায় পড়ে।**
- ➲ দেশি বিদেশি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে- **যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায়।**
- ➲ সাধারণত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়- **অগ্নিবিমা।**
- ➲ প্রাথমিক যুগে ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়েছিল- **বিনিময় ব্যবস্থা হতে।**
- ➲ অর্থের প্রচলন হয়- **মধ্য যুগে।**
- ➲ **ব্যবসায়ের উদাহরণ হলো-** বিমান চলাচল, মডেলিং চলচ্চিত্র, বিনোদন, পরামর্শ দান, ব্যাংক, ও বিমা।
- ➲ **ব্যবসায়ের সংজ্ঞাভুক্ত নয়-** পণ্যের ভোগ, মায়ের সেবা, পিতার স্নেহ, সিন্ডিকেট, ব্যবসায়িক ফরমায়েশ।
- ➲ কোনো দেশে উৎপাদিত পণ্য তার দেশের থেকে অন্য দেশে কম দামে বিক্রয় করলে তাকে- **Dumping বলে।**
- ➲ Dumping এর উদ্দেশ্য- **বিদেশি বাজার দখল।**
- ➲ ডাম্পিং হলো কম দামে পণ্য বিক্রয় করে বিদেশি বাজার দখল করা। ডাম্পিং করা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নয়। এটি ব্যবসায়ের নিয়ম নীতির বহির্ভুত।
- ➲ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নয়- Dumping।
- ➲ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়- **গতিশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি।**
- ➲ বর্তমানে ব্যবসায়- **ভোক্তা কেন্দ্রিক (Consumers Oriented).**
- ➲ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নের কাজগুলো ব্যবসায়- পণ্য উৎপাদন, পণ্য বণ্টন, বণ্টনের সহায়ক কার্যাবলি, পেশাজীবীর কার্যাবলি ইত্যাদি সম্পন্ন করে।
- ➲ পণ্য বিনিময় শুরু হয়- **শ্রম বিভাজনের কারণে।**
- ➲ বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়- **আদিম স্তরে।**
- ➲ প্রয়োজনীয় সকল উপাদান উপস্থিত থাকার পরেও কোনো প্রতিষ্ঠানকে ব্যব বলা যায় না- **অবৈধ কাজ বা উদ্দেশ্যে জড়িত থাকলে।**
- ➲ ব্যবসায় সবসময়ই- **স্বাধীন পেশা হিসাবে গণ্য।**
- ➲ জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়- **উন্নতি লাভের উত্তম উপায়।**
- ➲ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই- **ইসরায়েলের সাথে।**
- ➲ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক না তাইওয়ানের সাথে।
- ➲ বাংলাদেশের আমদানি নিষিদ্ধ এমন কিছু পণ্য- **আফিম, হেরোইন, জী শুকর ও শুকরের চামড়া।**
- ➲ বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থা চালু ছিল- **২০০৪ সাল পর্যন্ত।**
- ➲ বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্বে প্রবেশ করে- **২০০৫ সাল।**
- ➲ কোটামুক্ত বিশ্বে প্রবেশের কারণে বাংলাদেশে সর্বাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ **তৈরি পোশাক শিল্প।**
- ➲ অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ **– সামুদ্রিক বন্দরের দিক থেকে সমৃদ্ধ।**
- ➲ বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের জন্য বৃহত্তম সংগঠন- **Federation Bangladesh Chamber of Commerce and Industri (FBCCI). এটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।**
- ➲ বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সরাসরি সাহায্য প্রদান করে – **Tradi Corporation of Bangladesh (TCB).**
- ➲ বৈদেশিক বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনকারীর ব্যবসায়কে বলা হ **Indent Business.**
- ➲ বাংলাদেশে VAT চালু হয় – **১৯৯১ সালে।**
- ➲ মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু হয়- **১৯৯১ সালে।**
- ➲ আধুনিক ব্যবসায়ের একটি অন্যতম অবদান- **শ্রম বিভাজন।**
- ➲ দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সহজ আগমন ঘটে- **যৌথ উদ্যো গঠিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে।**
- ➲ অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সহজ করে- **যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায়।**
- ➲ ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য- **মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।**
- ➲ কর্মসংস্থান **– ব্যবসায়ের সামাজিক উদ্দেশ্য।**
- ➲ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রধান উপাদান- **বেশি ক্রেতা আকর্ষণ।**
- ➲ ব্যবসায়ের স্বাভাবিক প্রকৃতি- ২টি। **যথা : ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক।**
- ➲ মুক্ত বিশ্বে ব্যবসায়ের প্রকৃতি- **সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক।**
- ➲ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে ব্যবসায়ের প্রকৃতি- **সামষ্টিক।**



CamScanner

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ব্যক্তিগত বাধা দূরীকরণের যাবতীয় ক্রয় বিক্রয় কার্যকে বলা হয়?
Ⓐ বাণিজ্য Ⓑ বিনিময় Ⓒ বিপণন Ⓓ ট্রেড **Ans Ⓑ**

02. 'ট্রেড' কোন ধরনের বাধা অপসারণ করে?
Ⓐ অর্থগত Ⓑ ব্যক্তিগত Ⓒ ঝুঁকিগত Ⓓ কালগত **Ans Ⓑ**

03. "বাজার সম্প্রসারণ" সংক্রান্ত বাধা কীসের মাধ্যমে অপসারিত হয়?
Ⓐ বিমা Ⓑ প্রচার Ⓒ পরিবহন Ⓓ ব্যাংকিং **Ans Ⓑ**

04. নিম্নের কোনটি ব্যবসায়ের সংজ্ঞাভুক্ত নয়?
Ⓐ উৎপাদন Ⓑ পরিবহন Ⓒ বণ্টন Ⓓ ভোগ **Ans Ⓓ**

05. নিম্নের কোনটি শোধন শিল্প থেকে পাওয়া যায়?
Ⓐ মৎস্য Ⓑ আসবাবপত্র Ⓒ কেরোসিন Ⓓ সাবান **Ans Ⓒ**

06. মৎস্য চাষ কোন ধরনের শিল্প?
Ⓐ উৎপাদন Ⓑ উত্তোলন Ⓒ সংযোজন Ⓓ প্রজনন **Ans Ⓓ**

07. নিচের কোন বিষয়টিকে ব্যবসায়ের প্রাণ বলা হয়?
Ⓐ লোকবল Ⓑ ভূমি Ⓒ সংগঠন Ⓓ অর্থ **Ans Ⓓ**

08. নিম্নের কোনটি উৎপাদনের উপাদান নয়?
Ⓐ পুঁজি Ⓑ শ্রম Ⓒ সংগঠন Ⓓ পরিকল্পনা **Ans Ⓓ**

09. উৎপাদনের মাধ্যমে যে উপযোগ সৃষ্টি হয়-
Ⓐ স্বত্বগত Ⓑ স্থানগত Ⓒ রূপগত Ⓓ সময়গত **Ans Ⓒ**

10. জীবিকা অর্জনের সহজতম ও স্বাধীন পেশা-
Ⓐ কৃষি Ⓑ চাকরি Ⓒ ব্যবসা Ⓓ দালালি **Ans Ⓒ**

11. ব্যবসায় কোন ধরনের প্রক্রিয়া?
Ⓐ বাণিজ্যিক Ⓑ উৎপাদন Ⓒ সামাজিক Ⓓ হস্তান্তর **Ans Ⓒ**

12. —— বলেন মানুষ যেমন একমাত্র খাবারের উদ্দেশ্যই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে না তেমনি মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না।
Ⓐ L. F. Urwick Ⓑ P. F. Drucker Ⓒ H. Simon Ⓓ A. Maslow **Ans Ⓐ**

13. ব্যবসায়ের সমীকরণটি হচ্ছে-
Ⓐ C = ΣI+ΣT+ΣA Ⓑ B = ΣI+ΣT+ΣAT Ⓒ B = I+T+AT Ⓓ B = ΣI+T+AT **Ans Ⓑ**

14. 'শিল্পকে শুধু পয়সা সংগ্রহের যন্ত্র হিসেবে গণ্য করার দিন গত হয়েছে।' উক্তিটি করেছেন-
Ⓐ Adam Smith Ⓑ Oliver Sheldon Ⓒ P. F. Drucker Ⓓ L.F. Urwick **Ans Ⓑ**

15. মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা বুঝায়-
Ⓐ টাকার চাহিদা সংকোচন Ⓑ টাকার যোগান বৃদ্ধি Ⓒ আয় বৃদ্ধি Ⓓ টাকার মান বৃদ্ধি **Ans Ⓑ**

16. নিচের কোনটি সামাজিক ব্যবসায়ের উদাহরণ নয়?
Ⓐ উইকিপিডিয়া Ⓑ ফেইসবুক Ⓒ টুইটার Ⓓ মাইক্রোসফট **Ans Ⓓ**

17. নিচের কোনটি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য?
Ⓐ ক্রয় ও বিক্রয় Ⓑ পর্যায়করণ ও প্রমিতকরণ Ⓒ উৎপাদন ও বণ্টন Ⓓ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা **Ans Ⓓ**

18. নিচের কোনটি সঠিক নয়?
Ⓐ মানুষ বস্তুর উপকরণ তৈরি করতে পারে না Ⓑ বস্তুর রূপান্তর সাধনের নাম শিল্প Ⓒ মানুষ বস্তুর উপকরণ তৈরি করতে পারে Ⓓ বস্তুর উপকরণ আল্লাহর সৃষ্টি **Ans Ⓐ**

প্রথম পত্র — অধ্যায় ২

# ব্যবসায় পরিবেশ

## Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

**ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ :**

ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যা নিম্নরূপ :

**ব্যবসায় পরিবেশ**

| প্রাকৃতিক পরিবেশ | অর্থনৈতিক পরিবেশ | রাজনৈতিক পরিবেশ | আইনগত পরিবেশ | সামাজিক পরিবেশ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. জলবায়ু | ১. আয় ও সঞ্চয় | ১. সরকার | ১. বাণিজ্যিক আইন | ১. জনসংখ্যা | ১. বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা |
| ২. নদ-নদী | ২. মূলধন ও বিনিয়োগ | ২. রাজনৈতিক দল | ২. শিল্প আইন | ২. ধর্মীয় বিশ্বাস | ২. বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহ |
| ৩. ভূ-প্রকৃতি | ৩. চাহিদা ও ভোগ | ৩. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি | ৩. আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি | ৩. শিক্ষা ও সংস্কৃতি | ৩. উন্নত প্রযুক্তি সম্বলিত প্রতিষ্ঠানসমূহ |
| ৪. প্রাকৃতিক সম্পদ | ৪. অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা | ৪. সার্বভৌমত্ব | ৪. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন | ৪. সামাজিক প্রতিষ্ঠান | |
| ৫. পাহাড়-পর্বত | ৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ৫. শ্রম আইন | ৫. জাতি | |
| ৬. দেশের আয়তন | ৬. শ্রম ও মানব সম্পদ | ৬. মুদ্রা ও রাজস্ব | ৬. দ্বিপাক্ষিক চুক্তি | ৬. জাতীয়তা | |
| ৭. দেশের অবস্থান | ৭. শিল্প পরিবহন ও গৌণ উৎপাদন | ৭. আমদানি নীতি | ৭. আমদানি নীতি | ৭. দেশের সুনাম ও সুখ্যাতি | |
| | ৮. ব্যবসায়ের সুনাম | | ৮. মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি | ৮. নীতি নৈতিকতা | |
| | ৯. দক্ষ উদ্যোক্তা | | | ৯. মূল্যবোধ ও ধারণা | |

→ জনসংখ্যা / জাতি- সামাজিক পরিবেশ। → জনসম্পদ / মানবসম্পদ- অর্থনৈতিক পরিবেশ।

→ উপরিউক্ত ছয় প্রকার ছাড়াও বাস্তবে আরও দুধরনের ব্যবসায় পরিবেশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা-

**১. ঐতিহাসিক পরিবেশ :** পরিবার, প্রতিষ্ঠানের সুনাম, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি।

**২. আন্তর্জাতিক পরিবেশ :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন, আন্তর্জাতিক শিল্প আইন, আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইন, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক দল, আঞ্চলিক জোট ইত্যাদি।



CamScanner

➲ **ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশের পক্ষসমূহ :**

(১) প্রতিযোগী : যারা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে।
(২) ক্রেতা : যারা ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা ক্রয় করে।
(৩) সরবরাহকারী : যারা পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে।
(৪) মধ্যস্থব্যবসায়ী : ক্রেতা বা ভোক্তাদের নিকট পণ্য পৌছাতে হলে ব্যবসায়কে যাদের ওপর নির্ভর করতে হয়।
(৫) কৌশলগত মিত্র : যাদের সাথে ব্যবসায় জোটবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে।
(৬) সরকারি সংস্থা : যারা ব্যবসায়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন নিয়মনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে।

➲ **ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের পক্ষসমূহ :**

**ক) অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal environment) :** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিদ্যমান অবস্থাবলি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সমন্বয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যে পরিবেশের সৃ হয় তাকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে। এরূপ পরিবেশের উপাদানসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মালিক বা শেয়ারহোল্ডার (Owners or shareholders) :** মালিক বা শেয়ারহোল্ডারগণ ব্যবসায়ের মালিক বিধায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

২. **পরিচালনা পর্ষদ (Board of directors) :** কোম্পানি সংগঠন পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানির মৌল নীতি নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মৌল দিক-নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে।

৩. **শ্রমিক-কর্মী (Employee) :** শ্রমিক-কর্মী এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত সংঘ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ অনাগ্রহ ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

৪. **প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি (Organizational culture) :** দীর্ঘকালে কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কতকগুলো ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নিয়ম-নীতি গড়ে ওঠে। যার আওতায় প্রতিষ্ঠানের জনশক্তির মানসিক কাঠামো, আচরণের ভাবধারা ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. **প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা (Internal organizational facilities) :** প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধাও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

## Part 2 — At a glance [Most Important Information]

➲ **ব্যবসায় পরিবেশ (Business Environment) :** ব্যবসায় পরিবেশ বলতে বুঝায় যে সকল পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়।
➲ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– **অর্থনৈতিক পরিবেশ।**
➲ পণ্যের চাহিদা নির্ধারক পরিবেশ– **সামাজিক পরিবেশ। (২য় গুরুত্বপূর্ণ)**
➲ ব্যবসায়ের আকার নির্ধারক পরিবেশ– **অর্থনৈতিক পরিবেশ। (১ম গুরুত্বপূর্ণ)**
➲ বাংলাদেশে ব্যবসায়ের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ– **সামাজিক পরিবেশ।**
➲ রাজনৈতিক চুক্তি– **রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদান।**
➲ মানব সম্পদের কারণে ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেছে– **জাপান।**
➲ বাংলাদেশে পলিটেকনিক কলেজগুলো– **প্রযুক্তিগত পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।**
➲ ব্যবসায় বান্ধব নীতিমালা রাজনৈতিক ও আইনগত পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত।
➲ জাপানের উন্নতির মূলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব– **অর্থনৈতিক পরিবেশের।**
➲ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে বাংলাদেশে পাট, নরওয়েতে মৎস্য সম্পদ, কুয়েতে পেট্রোলিয়াম শিল্প গড়ে উঠে।
➲ তুরস্কে মদ শিল্প গড়ে উঠেনি– **ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে।**
➲ সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় উন্নতির পেছনে অর্থনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য।
➲ একটি দেশ অন্য একটি দেশ থেকে যে পরিমাণ পণ্য (পূর্ব নির্ধারিত) অবশ্যই ক্রয়/আমদানি করবে তাকে কোটা ব্যবস্থা বলে। বাংলাদেশি শিল্পকে সহায়তা করার জন্য বিদেশিরা একসময় পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতো যা কোটা নামে পরিচিত ছিল। কোটা না থাকলে অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাংলাদেশকে পণ্য বিক্রয় করতে হয়।
➲ মালয়েশিয়ার উন্নতিতে রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।
➲ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান অধিক ভূমিকা রেখেছে।
➲ বাংলাদেশে কোটা ব্যবস্থা ছিল– **২০০৪ সাল পর্যন্ত।**
➲ বাংলাদেশ কোটা মুক্ত বিশ্বে প্রবেশ করে– **২০০৫ সালে।**
➲ বাংলাদেশে ব্যবসায়ীদের জন্য বৃহত্তম সংগঠন– **Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industries (FBCCI).**
➲ বাংলাদেশে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সরাসরি সাহায্য প্রদান করে– **TCB (Trading Corporation of Bangladesh).**
➲ বৈদেশিক বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনকারী ব্যবসায়কে বলা হয়– **Indent Business.**

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. ব্যবসায় পরিবেশ ব্যবসায়ের উপর প্রভাব-**
Ⓐ অনুকূল Ⓑ প্রাকৃতিক Ⓒ মিশ্র Ⓓ বিপরীত **Ans Ⓐ**

**02. কোন ধরনের পরিবেশ পণ্য বিপণনে অসীম সুযোগ সৃষ্টি করে?**
Ⓐ প্রাকৃতিক Ⓑ রাজনৈতিক Ⓒ সাংস্কৃতিক Ⓓ প্রযুক্তি **Ans Ⓓ**

**03. ব্যবসায়িক পরিবেশের মৌলিক উপাদান কয়টি?**
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৩টি Ⓓ ৬টি **Ans Ⓓ**

**04. সামাজিক পরিবেশের উপাদান সৃষ্টি করে-**
Ⓐ মানুষ Ⓑ অর্থ Ⓒ বিজ্ঞাপন Ⓓ প্রযুক্তি **Ans Ⓐ**

**05. ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণকারী পরিবেশ কোনটি?**
Ⓐ সামাজিক Ⓑ অর্থনৈতিক Ⓒ রাজনৈতিক Ⓓ আইনগত **Ans Ⓑ**

**06. 'সুনাম' কোন পরিবেশের উপাদান?**
Ⓐ অর্থনৈতিক Ⓑ রাজনৈতিক Ⓒ সামাজিক Ⓓ প্রাকৃতিক **Ans Ⓐ**

**07. দেশের শেয়ার বাজার কোন ধরনের পরিবেশের উপাদান?**
Ⓐ অর্থনৈতিক Ⓑ সামাজিক Ⓒ রাজনৈতিক Ⓓ সাংস্কৃতিক **Ans Ⓐ**

**08. পানি ও মাটি কোন ধরনের পরিবেশের উপাদান?**
Ⓐ প্রাকৃতিক Ⓑ রাজনৈতিক Ⓒ অর্থনৈতিক Ⓓ সামাজিক **Ans Ⓐ**

**09. বিশ্বায়ন কোন পরিবেশের অন্তর্গত?**
Ⓐ সামাজিক Ⓑ সাংস্কৃতিক Ⓒ রাজনৈতিক Ⓓ আন্তর্জাতিক **Ans Ⓓ**

**10. বাংলাদেশে কোন সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন কার্যকর?**
Ⓐ ১৯৮৫ Ⓑ ১৯৯১ Ⓒ ১৯৯৫ Ⓓ ১৯৯৭ **Ans Ⓒ**



CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

# একমালিকানা ব্যবসায়

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

➪ **এক মালিকানা ব্যবসায় (Sole Proprietorship Business) :** যে ব্যবসায়ের মালিক, পরিচালক, সংগঠক ও পুঁজি সরবরাহকারী একজন মাত্র ব্যক্তি এবং যিনি এককভাবে ব্যবসায়ের সকল পুঁজি বহন করেন, সমুদয় মুনাফা ভোগ করেন এবং সকল ঝুঁকি গ্রহণ করেন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়কে এক মালিকি একাধিপতি, বা এক স্বামী ব্যবসায়ও বলা হয়।

→ গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়- একমালিকানা ব্যবসায় এবং সবচেয়ে কম পছন্দনীয়– **কোম্পানি সংগঠন/ সমবায় সংগঠন।**
→ দায়ের দিক থেকে সবচেয়ে কম পছন্দনীয় (অধিক ঝুঁকিপূর্ণ)- একমালিকানা ব্যবসায় এবং সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়– **কোম্পানি সংগঠন/ সমবায় সংগঠন।**
→ মূলধন সংগ্রহের দিক থেকে সবচেয়ে কম পছন্দনীয়- একমালিকানা ব্যবসায় এবং সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় – **পাবলিক লি: কোম্পনি।**

◆ **একমালিকানা ব্যবসায় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উক্তি -**

➲ "A sole proprietorship is easy to form and simple to run"- M.C. Shukla.
➲ "A sole trader carries business for his own profit bearing all risk"- Prof. Davidson.
➲ "A sole proprietorship is a business woned by one person and operated for his profit"- Gloss and Baker.

◆ **একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. একক মালিকানা | ৪. সীমিত আয়তন | ৭. অসীম দায় | ১০. নমনীয়তা | ১৩.সরকারি বাধা-নিষেধ মুক্ততা |
| ২. সহজ গঠন | ৫. নিজস্ব ব্যবস্থাপনা | ৮. একক ঝুঁকি | ১১. লাভ-লোকসান বন্টন | ১৪. অনিশ্চিত স্থায়িত্ব |
| ৩. স্বল্প মূলধন | ৬. একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ | ৯. পৃথক সত্তাহীনতা | ১২. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক | |

◆ **বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণ : [জবি : ১৯-২০]**

| | | |
|---|---|---|
| ১. সহজ গঠন/আইনের ঝামেলা মুক্ততা | ৪. স্বল্প পুঁজি | ৭. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ |
| ২. কার্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা | ৫. চাহিদার পরিবর্তনশীলতা | ৮. ব্যবসায়ের অবস্থান ও আয়তনগত সুবিধা |
| ৩. পণ্যের প্রকৃতি | ৬. চাহিদার স্থানীয়তা ও সীমাবদ্ধতা | ৯. ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য। |

◆ **একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ :**

১. ক্ষুদ্রায়তন সংগঠন
২. স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়
৩. কম ঝুঁকির ব্যবসায়
৪. কৃষি পণ্যের ব্যবসায়
৫. প্রত্যক্ষ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান
৬. পঁচনশীল দ্রব্যের ব্যবসায়

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

➲ একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে পুরাতন এবং এটা ব্যবসায় সংগঠনের– **আদিমতম রূপ।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য– **একক মালিকানা।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য– **অসীম দায় (প্রধান অসুবিধা)।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য নয়– **সসীম দায়।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের নিবন্ধন– **ঐচ্ছিক।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা – **অবিচ্ছেদ্য।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য কোনো প্রকার– **দলিল দরকার হয় না।**
➲ পৌর এলাকায় একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য– **Trade Licence দরকার হয়।**
➲ বাংলাদেশে একমালিকানা কারবার গড়ে উঠার কারণ– **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো, সামাজিক পরিবেশ এ ব্যবসায়ের অনুকূলে।**
➲ সাংগঠনিকভাবে আইনগত সত্তা দুর্বল– **একমালিকানা কারবারের।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিককে আলাদা কোনো– **কর দিতে হয় না।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে – **প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা সম্ভব।**
➲ সকল প্রকার বিধিবিধানমুক্ত – **একমালিকানা ব্যবসায়।**
➲ পৃথিবীতে (বাংলাদেশ) সবচেয়ে বেশি আছে – **একমালিকানা ব্যবসায় (প্রায় ৮৫-৯০%)।**
➲ বিশ্বের সবচেয়ে পুরাতন ব্যবসায় সংগঠন – **একমালিকানা ব্যবসায়**
➲ একমালিকানা ব্যবসায় আকারে ছোট, তবে বৃহদায়তন হতে পারে।
➲ সকল সংগঠনের রাজা হল– **একমালিকানা সংগঠন।**
➲ সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগঠন হল – **একমালিকানা সংগঠন।**
➲ আইনের দৃষ্টিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের কোনো – **পৃথক আইনগত সত্তা নেই।**
➲ পৃথক সত্তা নেই বলে একমালিকানা সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষ মামলা করতে পারে না। তবে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়।
➲ একমালিকানা ব্যবসায় নিজ নামে কারো সাথে – **চুক্তি করতে পারে না।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হল– **মুনাফা অর্জন।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা হলো – **অসীম দায়।**
➲ অসীম দায় বলতে বোঝায়- ব্যবসায়ের দায় ব্যবসায়ের বাইরে ব্যক্তিগত সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়ের দায়ের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ দায়বদ্ধ হবে।
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের পণ্যের মান নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনায় তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি পালন করা হয় না।
➲ সর্বাধিক পরিবর্তনশীল ব্যবসায় – **একমালিকানা।**
➲ স্বেচ্ছাচারিতা একমালিকানা কারবারের একটি – **অসুবিধা।**
➲ সৃজনশীলতা প্রদর্শন ও স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কারবার হলো – **এককমালিকানা ব্যবসায়।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় – **দ্রুত।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায়ের উন্নতির অন্যতম শর্ত – **অবস্থানগত সুবিধা।**
➲ সম্প্রসারণের অসুবিধা বেশি – **একমালিকানা ব্যবসায়ের।**
➲ একমালিকানা ব্যবসায় বিলুপ্ত হয়- **মালিকের মৃত্যুতে বা ইচ্ছাতে।**



CamScanner

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন সর্বাধিক পরিবর্তনশীল?**
Ⓐ একমালিকানা Ⓑ অংশীদারি
Ⓒ কোম্পানি Ⓓ রাষ্ট্রীয় Ans Ⓐ

**02. "স্বেচ্ছাচারিতা" একমালিকানা কারবারের একটি–**
Ⓐ সুবিধা Ⓑ বৈশিষ্ট্য
Ⓒ অসুবিধা Ⓓ গুরুত্ব Ans Ⓒ

**03. এক মালিকানা ব্যবসায়ের সাথে মিল রয়েছে?**
Ⓐ ব্যাংক Ⓑ মহাজন
Ⓒ মালিক Ⓓ অংশীদার Ans Ⓒ

**04. ফটোগ্রাফির জন্য কোন ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উপযোগী?**
Ⓐ কোম্পানি Ⓑ অংশীদারি
Ⓒ সমবায় Ⓓ একমালিকানা Ans Ⓓ

**05. কোন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বন্টনের সুযোগ নেই?**
Ⓐ একমালিকানা Ⓑ অংশীদারি
Ⓒ কোম্পানি Ⓓ সমবায় Ans Ⓐ

**06. কোন ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়?**
Ⓐ কোম্পানি Ⓑ সমবায়
Ⓒ অংশীদারি Ⓓ একমালিকানা Ans Ⓓ

**07. কোন ব্যবসায়ের আয়কর মালিককে বহন করতে হয়?**
Ⓐ একমালিকানা Ⓑ অংশীদারি
Ⓒ কোম্পানি Ⓓ সমবায় Ans Ⓐ

**08: একমালিকানা ব্যবসায়ের অর্থের যোগানদাতা কে?**
Ⓐ সরকার Ⓑ ব্যাংক
Ⓒ মালিক Ⓓ বন্ধু-বান্ধব Ans Ⓒ

**09. একমালিকানা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয় কে?**
Ⓐ সরকার Ⓑ উদ্যোক্তা
Ⓒ ব্যবস্থাপক Ⓓ অবলেখক Ans Ⓑ

**10. একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের দায় বহন করে?**
Ⓐ ব্যাংক Ⓑ বিমা কোং
Ⓒ মালিক Ⓓ বন্ধুবান্ধব Ans Ⓒ

# প্রথম পত্র অধ্যায় ৪ অংশীদারি ব্যবসায়

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◈ **অংশীদারি ব্যবসায়ের সংজ্ঞা (Definition of Partnership Business) :** বাংলাদেশে বহাল ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। যারা এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসায়কে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।"

◈ **অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা :**

| অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম | সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা |
|---|---|
| সাধারণ বা অ-ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায় | সর্বনিম্ন ২ ও সর্বোচ্চ ২০ জন |
| ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায় | সর্বনিম্ন ২ ও সর্বোচ্চ ১০ জন |
| সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় | সর্বনিম্ন ৩ ও সর্বোচ্চ ২০ জন |

- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের সীমিত অংশীদারের সংখ্যা হলো– সর্বনিম্ন ১ জন ও সর্বোচ্চ ৩ জন।
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের সাধারণ অংশীদারের সংখ্যা হলো– সর্বনিম্ন ২ জন ও সর্বোচ্চ ১৯ জন।

◈ **অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি ও চুক্তিপত্র :** চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। অংশীদারি চুক্তি তিন ধরনের। যথা: ১. মৌখিক, ২. লিখিত ও ৩. লিখিত ও নিবন্ধিত। চুক্তির লিখিত রূপ হল- Deed (চুক্তিপত্র)। আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়- লিখিত ও নিবন্ধিত চুক্তি।

◈ **অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি ও চুক্তিপত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ চুক্তিপত্রের অবর্তমানে কার্যকর হয়- অংশীদারি আইন (১৯৩২)।
→ অংশীদারদের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে-অংশীদারিত্ব বলে।
→ একজন নিবন্ধক চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে পারেন।
→ চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় করা যায়, কিন্তু চুক্তি ছাড়া করা যায় না।
→ চুক্তি লিখিত হলে তাকে চুক্তিপত্র বলে।
→ অংশীদারি চুক্তিপত্র কোনো প্রচারযোগ্য চুক্তিপত্র নয়।
→ চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে একজন নতুন অংশীদার পুরাতন অংশীদারদের দায় বহন করবে।
→ চুক্তি নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
→ যখন কোনো চুক্তি প্রতারণার মাধ্যমে করা হয় তাকে বলে- বাতিলযোগ্য চুক্তি।
→ নিবন্ধিত চুক্তিপত্রের কোনো অংশ সংশোধন করতে চাইলে তা অবশ্যই আগে নিবন্ধককে জানাতে হবে।

◈ **চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে :**

→ অংশীদারগণ ঋণের উপর ৬% হারে সুদ পাবে।
→ মুনাফা সমহারে বণ্টিত হবে।
→ মূলধন, অতিরিক্ত মূলধন ও উত্তোলনের উপর সুদ পাবে না।



CamScanner

**আইনসমূহ :**

→ প্রথম অংশীদারি আইন পাশ হয়- ১৮৩০ (ইংল্যান্ডে)।
→ ব্রিটিশ অংশীদারি আইন- ১৮৯০ সাল।
→ চুক্তি আইন- ১৮৭২ সাল।
→ অংশীদারি আইন- ১৯৩২ সাল (বর্তমান)।
→ সীমিত অংশীদারি আইন- ১৯০৭ সাল।

**অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন :** দেশের প্রচলিত আইন মেনে কোনো অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের চুক্তিপত্র নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠানের নাম নিবন্ধন বইতে তালিকাভুক্ত করাকে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বলে। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের ও ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন- বাধ্যতামূলক নয় (ঐচ্ছিক/Optional). সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন- বাধ্যতামূলক।

**অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন সম্পর্কে বলা হয়েছে- ১৯৩২ সালে অংশীদারি আইনের ৫৮ ধারায়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে- অংশীদারি আইনের ৬০ ও ৬১ ধারায়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করার পরিণাম বা ফলাফল সম্পর্কে বলা আছে- অংশীদারি আইনের ৬৯ ধারায়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্রে দস্তখত দিতে হয়- প্রত্যেক অংশীদারকে বা তাদের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত জমা দিতে হয়- সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের অফিসে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের জন্য স্ট্যাম্প লাগাতে হয়- কমপক্ষে ২৫০ টাকার।
- অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান ১০০ টাকার অধিক কোনো পাওনার জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। কিন্তু ১০০ টাকা বা তার কম অর্থের দাবির জন্য মামলা করতে পারে।
- অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলেও এর কোনো আইনগত সত্তার সৃষ্টি হয় না।

**অংশীদার হিসেবে নাবালকের অধিকার :**

→ অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে নাবালকের জন্য চুক্তিতে নির্দিষ্ট অংশ হারে সে ব্যবসায়ের মুনাফা পাওয়ার অধিকারী [৩০(২) ধারা]
→ নাবালক প্রতিষ্ঠানের হিসাব দেখা এবং এর যেকোনো অংশ নকল গ্রহণ করতে পারে [৩০(৩) ধারা]
→ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নাবালক স্বার্থ আদায়ের জন্য অন্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে [৩০(৪) ধারা]
→ সাবালকত্ব প্রাপ্তির ৬ মাসের মাঝে ব্যবসায়ে সে থাকবে না সম্পর্ক ছিন্ন করবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তার রয়েছে [৩০(৫) ধারা]

**অংশীদার হিসেবে নাবালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য :**

→ নাবালক অংশীদারি ব্যবসায়ে রক্ষিত তার মূলধন ও মুনাফা পর্যন্ত দায় বহনে বাধ্য থাকে।
→ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে নাবালকের অংশমতো সম্পত্তি সরকারি তত্ত্বাবধায়কের হাতে ন্যস্ত থাকতে পারে।
→ এরূপ অংশীদার সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর ব্যবসায়ের অংশীদার হলে সুবিধা ভোগের তারিখ হতে ব্যবসায়ে সকল দেনার জন্য অন্য অংশীদারদের ন্যায় তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকে।
→ ব্যবসায়ের খাতা ও হিসাবপত্র দেখা ছাড়া পরিচালনার অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
→ এরূপ ব্যবসায়ে সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর ব্যবসায়ে অংশীদার না হয়ে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে পরিচয় দেয় তবে তাকে সে ক্ষেত্রে দায়ী করা যায়।

**অংশীদারি কারবারে যারা অংশীদার হতে পারে না :**

**সহজ কৌশল : বিমার দেনা-পাওনা প্রসার কর।**

বি = বিদেশি রাষ্ট্রদূত, বিদেশি শত্রু, মা = মানসিক প্রতিবন্ধী, দে = দেউলিয়া ব্যক্তি, না = নাবালক
পা = পাগল, অ = অজ্ঞান ব্যক্তি, প্র = প্রতিষ্ঠান বা সংঘ, স = সরকারি কর্মচারী

| পক্ষ | অংশীদার হতে পারে কি না |
|---|---|
| অংশীদারি ফার্ম | পারে না |
| অংশীদার | পারে |
| কোম্পানি | পারে (তবে স্মারকলিপি দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়) |
| সাধারণ শেয়ারহোল্ডার | পারে |
| অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার | পারে না |

**অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন (Winding Up of Partnership) :**

→ অংশীদারদের অবসর গ্রহণ নির্ভর করে- চুক্তির শর্তের উপর।
→ সকল অংশীদারের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের অবসানকে এ ব্যবসায়ের- বিলোপসাধন বলে।
→ অবসর গ্রহণের কমপক্ষে- ৯০ দিন (৩ মাস) পূর্বে অংশীদারদের বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়।
→ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিলোপসাধন সম্পর্কে বলা হয়েছে-৩৯ ধারায়।
→ অংশীদারি ব্যবসায়ে বিলোপসাধন হতে পারে ৫ ভাবে।



CamScanner

◆ **অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের ধরনসমূহ :**

**বিলোপ সাধন**

| সর্বসম্মতিক্রমে বিলোপ (৪০ ধারা) | বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন (৪১ ধারা) | বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে (৪২ ধারা) | বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপ সাধন (৪৩ ধারা) | অংশীদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক বিলোপসাধন (৪৪ ধারা) |
|---|---|---|---|---|
| সর্বসম্মতিক্রমে বা চুক্তির শর্ত মোতাবেক | - দেউলিয়ায় (সকল বা একজন বাদে সকল অংশীদার)<br>- ব্যবসায় অবৈধ প্রতীয়মান হলে (তবে একটি মূল ব্যবসায়ের অধীনে একাধিক ব্যবসায় পরিচালিত হলে, অধীনস্থ ব্যবসায়ের অবৈধতার জন্য মূল ব্যবসায়ের বিলোপসাধন নাও হতে পারে। | - নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত ব্যবসায়ের সময়ান্তে<br>- উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হাসিলের পর<br>- কোনো অংশীদারের মৃত্যুতে<br>- যে কোনো অংশীদারের দেউলিয়া ঘোষিত | ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়ে যে কোনো অংশীদার বিলোপের নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি দিলেই ব্যবসায় বিলুপ্ত হবে। নোটিশে যে তারিখের উল্লেখ থাকবে সেই তারিখ হতে ব্যবসায়টি বিলুপ্ত হবে। তারিখ উল্লেখ না থাকলে যেদিন নোটিশ দেওয়া হবে সেদিন থেকে ব্যবসায়টি বিলুপ্ত হবে। | - কোনো অংশীদার উন্মাদ হলে<br>- কোনো অংশীদার স্থায়ীভাবে তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে<br>- কোনো অংশীদার আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে<br>- কেউ চুক্তি ভঙ্গ করলে<br>- অংশ স্থানান্তর করলে<br>- ক্ষতি ছাড়া কখনও লাভ না হলে |

**সহজ কৌশল :** সকলে একমত হয়ে (৪০) বাধ্যতামূলকভাবে (৪১) বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে (৪২) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে (৪৩) আদালতে গেলে (৪৪)।

◈ **অংশীদারি ব্যবসায়ের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারা :**

| বিষয় | ধারা |
|---|---|
| নিবন্ধন না করার পরিণাম/ফলাফল | ৬৯ |
| নিবন্ধিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের পদ্ধতি | ৬০, ৬১ |
| নিবন্ধন পদ্ধতি | ৫৮ |
| চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে বিলোপের পর ব্যবসায়ের দায় দেনা বিলিবণ্টন | ৪৮ |
| আদালতের আদেশে বিলোপসাধন | ৪৪ |
| বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন | ৪৩ |
| বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিলোপসাধন | ৪২ |
| বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন | ৪১ |
| সকলে একমত হয়ে বিলোপসাধন | ৪০ |
| অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন | ৩৯ |
| অংশীদারদের অবসর গ্রহণ | ৩২ |
| নতুন অংশীদার গ্রহণ | ৩১ |
| নাবালক অংশীদার | ৩০ |
| আচরণে অনুমিত অংশীদার | ২৮ |
| নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় | ৮ |
| ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় | ৭ |
| অংশীদারি ব্যবসায়ের সংজ্ঞা | ৪ |

➲ **অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে –**

| | |
|---|---|
| লাভ-ক্ষতি বণ্টিত হবে | সমহারে |
| মূলধনের উপর | সুদ ধরা যাবে না |
| অতিরিক্ত মূলধনের উপর | সুদ ধরা যাবে না |
| উত্তোলনের উপর | সুদ ধরা যাবে না |
| ঋণের উপর | ৬% সুদ ধরতে হবে |



CamScanner

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

- অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য– চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় – অসীম।
- Indian Partnership আইন হয়– ১ অক্টোবর, ১৯৩২।
- "Contract of utmost good faith" – বলা হয় অংশীদারি ব্যবসায়কে।
- বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন – বাধ্যতামূলক নয়।
- অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্ক হবে – পরম বিশ্বাসের।
- অংশীদারি ফার্মের বিলুপ্তি ঘটে না – সীমিত অংশীদারের মৃত্যুতে।
- একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অন্য একটি অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের– অংশীদার হতে পারে না।
- একটি কোম্পানি অন্য একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হতে পারে। তবে– স্মারকলিপি দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের– আদিভূমি ইংল্যান্ড যা বাংলাদেশে নেই।
- যদি ব্যবসায়ের কোনো অংশীদার দেউলিয়া হয় তাহলে দায় পূরণ করবে– অবশিষ্ট অংশীদার।
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ৩ জনের দায় সীমাবদ্ধ থাকে। তবে– ন্যূনতম ২ জনের দায় অসীম হতে হবে।
- আমাদের দেশে লিখিত এবং নিবন্ধিত চুক্তি আদালত দ্বারা গৃহীত হয় অর্থাৎ ঠিক তখনই আইনগত মর্যাদা লাভ করে।
- ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন– বাধ্যতামূলক নয় কিংবা ঐচ্ছিক।
- একজন নাবালককে যদি দায় বহন করতে হয় তবে সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে তার– মুনাফা এবং সম্পদের অংশ পর্যন্ত।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে তাদের মালিকানা সকলের নিকট হস্তান্তর করতে পারে না তবে সকল– অংশীদারদের সম্মতিক্রমে তা হস্তান্তর করতে পারেন।
- সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর নাবালক ব্যবসায় হতে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির তারিখ হতে সে– তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকবে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করাকে অনেক সময়– ফ্রোজেন ইনভেস্টমেন্ট (Frozen Investment) এর সাথে তুলনা করা হয়।
- অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে অংশীদারি সম্পর্ক– চুক্তি হতে জন্মলাভ করেছে, সামাজিক মর্যাদা বলে নয়।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধনের জন্য স্ট্যাম্প ফি– ২৫০ টাকা প্রয়োজন।
- সাধারণত অংশীদারি ব্যবসায়ের তাদের কাজের জন্য– একক এবং যৌথভাবে দায়ী থাকেন।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে– অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এ কথাটি প্রযোজ্য।
- অংশীদারি ব্যবসায় নামের শুরুতে মেসার্স শব্দ যোগ করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া নামের শেষে এন্ড কোং, এন্ড ব্রাদার্স, ব্রাদার্স, সন্স, এন্ড সন্স ইত্যাদি লেখা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন– মেসার্স রুপালী এন্ড কোং; মেসার্স রাসেল এন্ড কোং ইত্যাদি।
- অংশীদারি আইনের কত ধারায় আচরণে অনুমিত অংশীদার সম্পর্কে বলা হয়েছে– ২৮(১) ধারায়।
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো অংশীদারের– মৃত্যু কিংবা দেউলিয়া হয় তবুও তা বিলুপ্ত হয় না।
- নামমাত্র অংশীদার কী বিনিয়োগ করে– সুনাম।
- কাকে সুবিধা প্রদানের শর্তে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা যায়– নাবালককে।
- নাবালকের দায়– সীমাবদ্ধ।
- নামের শেষে সীমিত বা Ltd. কথাটি লেখা– বাধ্যতামূলক।
- সীমিত অংশীদারের উদাহরণ : নাবালক অংশীদার।
- নাবালক সাবালক হওয়ার কত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে– ৬ মাসের (১৮০ দিন)
- ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য ১০ জনের অধিক হলে প্রত্যেককে– ১,০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে– অংশীদারি আইন ১৯৩২ এর ৪ ধারায়।
- অংশীদারদের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে বলা আছে– কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৪ ধারায়।
- অংশীদারি ব্যবসায় দেউলিয়া হলে নাবালকের অংশ আইন অনুযায়ী– সরকারি তত্ত্বাবধায়কের হাতে ন্যস্ত থাকে।

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. অংশীদারি ব্যবসায়ে ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা কতজন হতে পারে?**
Ⓐ দুইজন Ⓑ তিনজন
Ⓒ চারজন Ⓓ পাঁচজন
Ans Ⓐ

**02. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা থাকে কত?**
Ⓐ ৭ জন Ⓑ ১০ জন
Ⓒ ২০ জন Ⓓ ৫০ জন
Ans Ⓒ

**03. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ কতজন সদস্য কত?**
Ⓐ ৭ জন Ⓑ ১০ জন
Ⓒ ২০ জন Ⓓ ৫০ জন
Ans Ⓑ

**04. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি নিচের কোনটি?**
Ⓐ মালিকানা Ⓑ চুক্তি
Ⓒ অর্থ Ⓓ সম্পর্ক
Ans Ⓑ

**05. অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব কেমন**
Ⓐ অসীম Ⓑ সসীম
Ⓒ অপর্যাপ্ত Ⓓ B+C
Ans Ⓐ

**06. বিশ্বের প্রথম অংশীদার আইন প্রচলিত হয় কোন সালে?**
Ⓐ ১৮২৯ Ⓑ ১৮৩১
Ⓒ ১৮৩০ Ⓓ ১৮৩২
Ans Ⓒ

**07. অংশীদারগণ চুক্তির অবর্তমানে ঋণের উপর কত হারে সুদ পাবে?**
Ⓐ 8% Ⓑ ৫%
Ⓒ ৬% Ⓓ ৭%
Ans Ⓒ

**08. নাবালক অংশীদারকে কোন ধরনের অংশীদার বলে?**
Ⓐ সীমাবদ্ধ Ⓑ নামমাত্র
Ⓒ ঘুমন্ত Ⓓ প্রতিবন্ধী
Ans Ⓐ

**09. বাংলাদেশে বহাল অংশীদারি আইন কত সালে?**
Ⓐ ১৯১৩ Ⓑ ১৯২০
Ⓒ ১৯৩২ Ⓓ ১৯৯৪
Ans Ⓒ



CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৫

# যৌথ মূলধনী ব্যবসায়

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◈ **কোম্পানি সংগঠনের সংজ্ঞা (Definition of Company Organization) :** কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী যা অদৃশ্য, অস্পর্শনীয় অথচ চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী; যা নিজস্ব নাম ও সীলমোহরের দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যৌথভাবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে।

**১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঘ) ধারায় বলা হয়েছে, 'কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়'।**

➲ **বিভিন্ন দেশে কোম্পানির নাম :**

→ কোম্পানিকে আমেরিকায় বলা হয়– **Corporation.**
→ কোম্পানিকে ফ্রান্সে বলা হয়– **Society Anoyme.**
→ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নামের শেষে– **(PVT) Ltd. কথাটি উল্লেখ করতে হয়।**
→ ওলন্দাজ কোম্পানি Ltd. এর পরিবর্তে- NV; জার্মানি, আফ্রিকা ও সুইজারল্যান্ড Ltd. এর পরিবর্তে- AG (Aktiengessells Graft) এবং বৃটেনে Ltd. এর পরিবর্তে PLC (Private Limited Company) ব্যবহার করে।

◈ **কোম্পানি সংগঠনের উদ্ভব ও কোম্পানির আইন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

➲ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন পাকিস্তানের কোম্পানি আইন হিসেবে গৃহীত হয়- ১৯৪৭ সালে।
➲ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন বাংলাদেশের কোম্পানি আইন হিসেবে গৃহীত হয়- ১৯৭২ সালে।
➲ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন বাংলাদেশে কার্যকর ছিল- ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত।
➲ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন বাংলাদেশে বাতিল ঘোষণা করা হয়- ১৯৯৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।
➲ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনে হোল্ডিং ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ছিল না।
➲ সর্বপ্রথম কোম্পানি সংগঠনের উদ্ভব ঘটে- ইংল্যান্ডে।
➲ বিশ্বের প্রথম কোম্পানি- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৬০০ সালে)।
➲ বর্তমানে বাংলাদেশের যাবতীয় কোম্পানিসমূহ গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা।
➲ সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন পাশ হয়- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
➲ সীমিত দায় সহযোগে কোম্পানি আইন পাশ হয়- ১৮৫৬ সালে।
➲ প্রাইভেট লি: কোম্পানির সংযোজন ঘটে- ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনে।
➲ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে মোট ধারা আছে- ৪০৪টি, তফসিল আছে- ১২টি এবং অনুচ্ছেদ আছে- ১১টি।
➲ পাকিস্তানের কোম্পানি আইন- ১৯৮৪ সালের।
➲ ভারতের কোম্পানি আইন- ১৯৫৬।
➲ বর্তমান বাংলাদেশে কোম্পানির সংজ্ঞা দেওয়া হয়- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২-(১-ঘ) ধারা অনুযায়ী।

⇨ ন্যূনতম চাঁদা/জমার প্রয়োজন হয় না, বিধিবদ্ধ সভার প্রয়োজন হয় না, বিবরণপত্র ইস্যু করতে পারে না প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।
⇨ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর– **২৩১ ধারা।**
⇨ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর– **২৩২ ধারা।**
⇨ অব্যবসায়ী সংস্থার শেষে লিমিটেড লাগানোর প্রয়োজন হয় না।

➲ **অবলেখক :**

→ কোম্পানির শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব গ্রহণ করে কে– **অবলেখকগণ**
→ অবলেখক প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রি করে– **কমিশন লাভ করে থাকেন।**
→ সবচেয়ে বড় Underwriter বা অবলেখক ICB (Investment Corporation of Bangladesh) (১৯৭৬)।

⇨ কোম্পানির কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে– **নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যায় না।**
⇨ লিক্যুইডেটর হলেন আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন প্রতিনিধি যিনি আদালতের তত্ত্বাবধানে কোম্পানির– **বিলোপসাধনে সহায়তা করেন।**
⇨ যদি পাবলিক লি: কোম্পানিতে সদস্য ৫০ এর বেশি হয় তবে সদস্যদের নামের তালিকা রাখা– **বাধ্যতামূলক।**
⇨ মূলধন থেকে লভ্যাংশ বিতরণ করা– **আইন বিরুদ্ধ।**
⇨ গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি এবং অসীম দায় কোম্পানির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে– **পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘ বিধি থাকতে হবে।**
⇨ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সর্বনিম্ন সদস্য ২ ও সর্বোচ্চ ৫০ জন। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। পরিমেল নিয়মাবলির দ্বারা– **শেয়ার হস্তান্তর অযোগ্য।**
⇨ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। শেয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয়ের আহ্বান জানানো যায়। কার্যত কোম্পানি বলতে এরূপ কোম্পানিকেই বুঝায়।
⇨ কোম্পানির পৃথক আইনগত সত্তা সৃষ্টি করে- নিবন্ধন পত্র (Certificate of incorporation)। কোম্পানির আইনগত অস্তিত্বের প্রশ্নে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। একে কোম্পানির– **Birth Certificate নামেও আখ্যায়িত করা হয়।**



CamScanner

⇨ কোম্পানি সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো- নিবন্ধনপত্র। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো- **স্মারকলিপি।**

⇨ ব্যবসায়ের সাথে তৃতীয় পক্ষের সম্পর্কের ধরন নির্দেশ করে- **স্মারকলিপি।**

⇨ কোম্পানির মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কে প্রসঙ্গ উল্লেখ থাকলে কোম্পানি মূলধন হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়- **পরিমেল নিয়মাবলিতে।**

⇨ কোম্পানি যদি শুধু মূলধন বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে সাধারণ সভার প্রস্তাব পাশ করলেই হয়ে যায়। কিন্তু মূলধন হ্রাস করতে হলে সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ এবং আদালতের অনুমতি নিতে হয়।

⇨ কোম্পানির ঠিকানা পরিবর্তন হলে কত দিনের মধ্যে নিবন্ধককে জানাতে হবে- **২৮ দিনের।**

⇨ কোম্পানির উদ্দেশ্য পরিবর্তন হলে নিবন্ধকের নিকট- **৯০ দিনের মাঝে জমা দিতে হবে।**

⇨ আমাদের দেশে সীলমোহর কোম্পানির- **বৈধতা প্রমাণ করে।**

⇨ কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের ব্যবসায়িকভাবে মুনাফার যে অংশ দেওয়া হয় তাদেরকে- **লভ্যাংশ বা Dividend বলে।**

⇨ স্মারকলিপিতে প্রত্যেক উদ্যোক্তা কর্তৃক অবশ্যই- **স্বাক্ষর করতে হবে।**

⇨ উদ্দেশ্য ধারার আরেকটি নাম হল কোম্পানির- **কর্মপন্থা নকশা।**

⇨ শেয়ার দ্বারা সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানিকে- **সংঘবিধি তৈরি করতে হয় না।**

⇨ নিবন্ধকের নিকট- **বিকল্প বিবরণের বিবৃতি জমা দেওয়া হয়।**

⇨ পরিচালকগণের কেউ যদি তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে চায় তাহলে বিকল্প বিবরণের বিবৃতি পত্র দিয়ে সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

⇨ এছাড়া পুরাতন কোনো কোম্পানি যদি অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে চায় তাহলে- **বিকল্প বিবরণের বিবৃতি পত্র নিয়ে কাজ করতে পারেন।**

⇨ যদি কোনো কারণে সংঘবিধি এবং স্মারকলিপির মাঝে সমস্যা দেখা দেয় তবে এতে- **স্মারকলিপিই প্রাধান্য পাবে।**

⇨ কোনো কোম্পানি তাদের অর্ধবার্ষিকী প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না দিলে অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য- **৫০০ টাকা করে জমা দিতে হবে।**

⇨ সাধারণত বিশেষ সভা আহ্বান করা হয় কোম্পানির- **অবস্থান এবং ঠিকানা ধারা পরিবর্তনের জন্য।**

⇨ বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আদালতের নিকট থেকে- **অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।**

⇨ প্রত্যেক জরুরি সিদ্ধান্তের অনুলিপি সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে টাইপ করে কোম্পানির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করতে হবে, এবং তিনি তা নথিভুক্ত করে রাখবেন।

⇨ পর্ষদ সভা কয় মাস অন্তর অন্তর শুধু পরিচালকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে- **তিন মাস।**

⇨ কোম্পানিতে সভা আহ্বান করেন- **কোম্পানির সচিব।**

⇨ বিবরণপত্র প্রচারের কত দিনের মধ্যে ন্যূনতম চাঁদা সংগ্রহ করতে হয়- **১৮০ দিনের।**

⇨ বিবরণপত্র প্রচার করা হয়- **সংবাদপত্রের মাধ্যমে।**

⇨ কোনো কোম্পানি যদি বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কোম্পানির- **বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটবে।**

⇨ কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা ঠিক রেখে মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব- **বোনাস অথবা অধিকারযোগ্য শেয়ার ইস্যু করে।**

⇨ লভ্যাংশের হার স্থির করতে হয় পরিশোধিত মূলধন- **(Paid up capital) এর উপর ভিত্তি করে।**

⇨ Interim বলতে বুঝায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে। যখন বছর শেষ হওয়ার পূর্বে শেয়ারহোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তখন তাকে- **Interim dividend বা অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বলে।**

⇨ শেয়ার হস্তান্তর বইতে কোম্পানির- **শেয়ার হস্তান্তর লিপিবদ্ধ হয়।**

## শেয়ার বাজার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

➲ BSEC -এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। এর ১ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন কমিশনার সরকার মনোনয়ন দেয়।

➲ স্টক মার্কেটে বিশেষ সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে- **জবার।**

➲ সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করে কমিশন পান- **ব্রোকার।**

➲ শেয়ার বাজারকে ভাগ করা হয় প্রধানত- **দুই ভাগে।** যথা : **১. প্রাথমিক বাজার ২. মাধ্যমিক বাজার**

➲ নতুন কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করা হয় প্রাথমিক বাজারে এবং পুরাতন কোম্পানির শেয়ার বিক্রয় করা হয়- **মাধ্যমিক বাজারে।**

➲ **IPO- Initial Public Offerings.**

➲ প্রাথমিক বাজারে শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি : Best Effort Method (BEM), Underwriting, Shelf Registration (SR), Right Share Issue (RSI), Private Placement (PP).

⇨ কৃত্রিমভাবে শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে- **ম্যানিপুলেশন বলে।**

⇨ পরিচালকমণ্ডলীকে প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির বিগত ব্যবসায় বছরের কার্যাবলির- **সালতামামি বিবৃতি পেশ করতে হয়।**

⇨ পরিচালক পর্ষদের মুখপাত্ররূপে গণ্য করা হয়- **সচিবকে।**

➲ ভারতে কোম্পানির সচিবকে বলা হয়- **Chief Governing Officer** ।

➲ বাংলাদেশে কোম্পানির সচিবকে বলা হয়- **Corporate Compliance Officer** ।

➲ কোম্পানি নিবন্ধন করার জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ থেকে- **৩০ দিনের মধ্যে নিবনধক সেগুলোকে নিবন্ধিকৃত করবেন।**

➲ নূন্যতম চাঁদা ১৮০ দিনের মধ্যে সগ্রহ করতে না পারলে শেয়ার আবেদনের টাকা ফেরত দিতে হয় এবং পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে কোম্পানির বিলোপসাধন ঘটে।

➲ ১৯০ (১৮০ + ১০ = ১৯০) দিনের মধ্যে আবেদনের টাকা ফেরত দানে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে প্রবর্তকগণ আবেদনকারীদের টাকা ফেরত দিবে- ব্যাংক রেট + ৫% সুদসহ।

➲ কোনো সমিতি বা কোম্পানি যদি বাণিজ্য, কলা, বিজ্ঞান, ধর্ম, দাতব্য বা অন্য কোনো উপযোগিতামূলক উদ্দেশ্যে গঠিতত হয় তবে- নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দ ব্যবহার করতে হয় না।



CamScanner

- **হোল্ডিং কোম্পানি–**
  1. কোনো কোম্পানি যদি অন্য কোনো কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি শেয়ার মালিক হয়, অথবা
  2. কোনো কোম্পানি যদি অন্য কোনো কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হয়, অথবা
  3. কোনো কোম্পানি যদি অন্য কোনো কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী হয়।
- **সাবসিডিয়ারি কোম্পানি–**
  1. যে কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি শেয়ার মালিকানা চলে যায় অন্য কোনো কোম্পানির কাছে, অথবা
  2. যে কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি ভোটদান ক্ষমতা চলে যায় অন্য কোনো কোম্পানির কাছে, অথবা
  3. যে কোম্পানির ৫০ ভাগের বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায় অন্য কোনো কোম্পানির কাছে।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার– **অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।**
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার– **অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।**
- Reverse Split এর মাধ্যমে– শেয়ারের সংখ্যা হ্রাস পায়, শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকে।
- কোম্পানি আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য।

◆ **স্মারকলিপি/ সংঘস্মারক/পরিমেলবন্ধ (Memorandum of Association : MOA) :** কোম্পানি গঠনতন্ত্র বলা হয় - স্মারকলিপিকে। কোম্পানির মূল দলিল (১ম গুরুত্বপূর্ণ দলিল), সনদ বা সংবিধান বলা হয় - স্মারকলিপিকে। কোম্পানি সরকারি অনুমতি পায় না - স্মারকলিপি ছাড়া।

◆ **স্মারকলিপি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-**
- স্মারকলিপির কথা বলা হয়েছে কোম্পানি আইনের - ৬ ও ৯ ধারায়।
- স্মারকলিপির পরিবর্তন ধারা - কোম্পানি আইনের ১২ ধারা।
- কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো - স্মারকলিপি
- কোম্পানির নাম, ঠিকানা, মূলধন ও ক্ষমতার সীমা উল্লেখ থাকে - স্মারকলিপিতে।
- সংঘস্মারকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের বাইরে কোম্পানি কোনো কাজ করতে পারে না।
- কোম্পানির সাথে তৃতীয় পক্ষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় - স্মারকলিপির মাধ্যমে। এর উপাদানসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ৬ ধারায়।
- স্মারকলিপির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর- ২-১(ফ) ধারায়।
- স্মারকলিপি স্বাক্ষরিত হতে হয় - প্রত্যেক উদ্যোক্তা কর্তৃক।

◆ **স্মারকলিপির মোট ধারা - ৬টি। যথা :** ১. নামধারা (Name Clause). ২. অবস্থান ও ঠিকানা ধারা (Situation and Address Clause). ৩. উদ্দেশ্য ধারা (Objects Clause). ৪. মূলধন ধারা (Capital Clause). ৫. দায় ধারা (Liability Clause). ৬. সম্মতি ধারা (Consent Clause).

◆ **ন্যূনতম মূলধন :** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি ও বিবরণপত্রে কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক খরচ, চলতি মূলধন ও প্রাথমিক প্রয়োজনাদি পূরণের উদ্দেশ্যে যে নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন পরিমান মূলধন সংগ্রহের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকে তাকে ন্যূনতম মূলধন বলে।

◆ **ন্যূনতম মূলধন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
- → ন্যূনতম মূলধন হতে হয় - নগদ অর্থে।
- → ন্যূনতম মূলধন হবে মোট মূলধনের - ৫%।
- → বিবরণপত্র প্রচারের- ১৮০ দিন বা ৬ মাসের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।
- → ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ - বিবরণপত্রে উল্লেখ করতে হয়।
- → ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন- উদ্যোক্তাগণ।

◆ **নিবন্ধনপত্র :** যৌথ মূলধনি কোম্পানির নিবন্ধক কোম্পানি নিবন্ধনের প্রমাণ দিয়ে যে সনদ প্রদান করে তাকে কোম্পানির নিবন্ধনপত্র (Certificate of incorporation) বলে।

◆ **নিবন্ধনপত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-**
- → নিবন্ধক কোনো নতুন কোম্পানির অস্তিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ সনদপত্র প্রদান করে।
- → নিবন্ধনপত্রকে কোম্পানির - জন্মসনদ (Birth certificate) বলা হয়। কারণ এটি পাওয়ার পর কোম্পানির আইনগত অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়।
- → কোম্পানির অস্তিত্বের প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো - নিবন্ধনপত্র।
- → কোম্পানির কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টি হয় - নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর।

◆ **বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting : SM) :** বিধিবদ্ধ সভা (Statutory Meeting) কোম্পানির জীবনকালে একবার অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা হলো বিধিবদ্ধ সভা। বিধিবদ্ধ সভার ২১ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়।
- → এ সভার আয়োজন করতে হয় কোম্পানি নিবন্ধনের ১ থেকে ৬ মাসের মধ্যে। এটি সম্পর্কে ৮৩(১) ধারায় বলা হয়েছে।
- → বিধিবদ্ধ সভার আলোচ্য বিষয় কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা।

**সহজ কৌশল :** মি. SM (Statutory Meeting) কোম্পানি গঠন নিয়ে জীবনে ১ বার সভা করে ২১ দিন পূর্বে নোটিশ দিয়ে ৬ মাসের মধ্যে করতে না পারায় বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটে।

◆ **বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting : AGM) :** বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করতে হয়- প্রতি বছর। তবে দুটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবধান ১৫ মাসের বেশি হবে না। কোম্পানি গঠনের ১৮ মাসের মধ্যে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়। বার্ষিক সভার ১৪ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। বার্ষিক সভার আলোচ্য বিষয় লাভ-ক্ষতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়। ওইসভা সম্পর্কে ৮১ (১) ধারায় বলা হয়েছে।



CamScanner

## Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- কোম্পানির স্মারকলিপিতে পরিবর্তিত নতুন মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে- ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে জানাতে হয়।
- পৃথিবীর সকল দেশেই শেয়ার মূল্য দ্বারা- দায় সীমাবদ্ধ কোম্পানি অধিক জনপ্রিয়।
- সংঘবিধিকে কোম্পানি পরিচালনার- উপবিধি (By-Laws) বলা হয়।
- সংঘবিধি অবশ্যই স্বাক্ষরিত হতে হবে- সংঘ স্মারকে স্বাক্ষরকারীগণ দ্বারা।
- কোম্পানি আইনের কত ধারা অনুযায়ী এরূপ দলিল মুদ্রিত এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলি ধারাবাহিক সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত হওয়া উচিত- ৯ ধারা।
- কোম্পানিকে কর দিতে হয়- ২ বার।
- পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তনের জন্য আদালতের কোনো বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। শুধু সাধারণ সভার বিশেষ সিদ্ধান্ত পাশ করে পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন করা যায়।
- নিবন্ধকের নিকট বিবরণপত্র দাখিলের পূর্বে জনসাধারণের নিকট তা প্রচার করা যায় না- (১৩৮-১)।
- ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি কোম্পানির পরিচালকের- ১/৩ এর বেশি হবে না।
- ব্যবসায় পুঁজির অন্যতম প্রধান উৎস- শেয়ার বাজার।
- শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে- পাবলিক লিঃ কোম্পানি।
- জাতীয় অর্থনীতির দর্পণ বলা হয়- শেয়ার বাজারকে।
- বিশ্বে প্রথম শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়- লন্ডনে।
- London Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮০১ সালে।
- New York Stock Exchange and NASDAQ- আমেরিকার বড় ২টি শেয়ার বাজার।
- ডলারের হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শেয়ার বাজার- New York Stock Exchange.
- New York Stock Exchange কে ডাকা হয়- বিগ বোর্ড নামে।
- দৈনিক শেয়ার লেনদেনের পরিমাণে বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে- NASDAQ.
- চারটি পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যথা : ১. জবিং পদ্ধতি ২. অটোমেশন পদ্ধতি ৩. কলওভার পদ্ধতি ৪. ট্রেডিং পোস্ট পদ্ধতি
- অটোমেশন পদ্ধতিতে ইন্টারনেট বা অনলাইনে শেয়ার লেনদেন করা হয় এবং এতে Central Depository System (CDS) ব্যবহার করা হয় যা শেয়ার লেনদেন, নিবন্ধন ও হস্তান্তরের একটি প্রক্রিয়া।
- লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে- জবিং পদ্ধতি প্রচলিত।
- অকাগজি শেয়ারকে বলা হয়- DMAT(Dematerialized)
- ফটকা কারবারির বাজারকে বলা হয়- Curb Market.
- নিলামের মতো করে শেয়ার বিক্রয় করাকে- Book Building system বলে।
- বাংলাদেশের শেয়ার বাজারসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে- BSEC (Bangladesh Securities and Exchange Commission).
- BSEC গঠিত হয়- ১৯৯৩ সালে।
- Bangladesh Securities and Exchange Commission আইন- ১৯৯৩ সালের।
- Bangladesh Securities and Exchange Commission ১৯৯৩ সালের আইন সংশোধিত হয়- ২০১২ সালে।
- পূর্বে বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো- কন্ট্রোলার অব দি ক্যাপিটাল ইস্যু।
- ক্যাপিটাল ইস্যু আইন- ১৯৪৭ সালের।

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোম্পানির অস্তিত্ব কোন ধরনের?
Ⓐ স্বল্পকালীন Ⓑ চিরস্থায়ী Ⓒ নির্দিষ্ট Ⓓ দীর্ঘস্থায়ী **Ans B**

02. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?
Ⓐ ৪ জন Ⓑ ২ জন Ⓒ ৩ জন Ⓓ ৫০ জন **Ans D**

03. বার্ষিক সভার ক্ষেত্রে কত দিনের অগ্রিম নোটিশ দিতে হয়?
Ⓐ ৭ দিন Ⓑ ১৪ দিন Ⓒ ২১ দিন Ⓓ ৩০দিন **Ans B**

04. বাংলাদেশে বিদ্যমান কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয়-
Ⓐ ১৯১৩ Ⓑ ১৯৪৭ Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৯৪ **Ans D**

05. শেয়ার হতে অর্জিত আয়কে বলে-
Ⓐ সুদ Ⓑ লভ্যাংশ Ⓒ মুনাফা Ⓓ আয় **Ans B**

06. ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানির-
Ⓐ মালিক Ⓑ অংশীদার Ⓒ দেনাদার Ⓓ পাওনাদার **Ans D**

07. শেয়ারের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ হলে তাকে কি বলে?
Ⓐ স্টক Ⓑ ঋণপত্র Ⓒ বোনাস Ⓓ শেয়ার সনদ **Ans A**

08. ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন কত অনুচ্ছেদে বিভক্ত?
Ⓐ ৫ Ⓑ ১০ Ⓒ ১১ Ⓓ ১৫ **Ans C**

09. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা-
Ⓐ ১০ Ⓑ ৭ Ⓒ ১৫ Ⓓ ২০ **Ans B**

10. কোম্পানির অবসায়ন কতভাবে হতে পারে?
Ⓐ ৪ Ⓑ ১০ Ⓒ ৩ Ⓓ ৬ **Ans C**

11. বাংলাদেশে কয়টি শেয়ার বাজার আছে?
Ⓐ ১টি Ⓑ ২টি Ⓒ ৫টি Ⓓ ৭টি **Ans B**

12. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কার্যাবলি শুরু করার জন্য নিচের কোন দলিলটি প্রয়োজন?
Ⓐ বিবরণপত্র Ⓑ স্মারকলিপি Ⓒ পরিমেল নিয়মাবলি Ⓓ নিবন্ধনপত্র **Ans D**

13. শেয়ার ক্রয় করে শেয়ারহোল্ডার লাভ করেন-
Ⓐ শেয়ার মূলধন Ⓑ লভ্যাংশ Ⓒ শেয়ার ওয়ারেন্ট Ⓓ শেয়ার সার্টিফিকেট **Ans D**

14. 'বাটা' কোন ধরনের কোম্পানি?
Ⓐ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি Ⓑ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি Ⓒ অংশীদারি কোম্পানি Ⓓ বহুজাতিক কোম্পানি **Ans D**

15. কোন ধরনের শেয়ার পাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করতে হয় না?
Ⓐ রাইট Ⓑ বোনাস Ⓒ অগ্রাধিকার Ⓓ সাধারণ শেয়ার **Ans B**

16. 'সংঘবিধি' বলতে কোন দলিলকে বুঝায়?
Ⓐ পরিমেল নিয়মাবলি Ⓑ স্মারকলিপি Ⓒ বিবরণপত্র Ⓓ কোনোটাই নয় **Ans A**

17. হোল্ডিং কোম্পানির আওতাধীন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কমপক্ষে কতজন পরিচালক থাকতে হয়?
Ⓐ ২ জন Ⓑ ৪ জন Ⓒ ৩ জন Ⓓ ৭ জন **Ans C**

18. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কত?
Ⓐ ৭ Ⓑ ৫ Ⓒ ৩ Ⓓ ২ **Ans C**

19. কোন ধরনের কারবারে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথক?
Ⓐ একমালিকানা Ⓑ অংশীদারি Ⓒ যৌথ মূলধনি Ⓓ সমবায় **Ans C**

20. ব্যবসায় জোটের উদাহরণ নয় কোনটি?
Ⓐ ট্রাস্ট Ⓑ হোল্ডিং কোম্পানি Ⓒ উৎপাদন সংঘ Ⓓ যৌথ কোম্পানি **Ans D**

21. কোম্পানির কোন ধরনের দলিল স্বাধীন পৃথক সত্তার সৃষ্টি করে?
Ⓐ কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র Ⓑ নিবন্ধনপত্র Ⓒ পরিমেল নিয়মাবলি Ⓓ কোনোটিই নয় **Ans B**



CamScanner

প্রথম পত্র

# অধ্যায় ৬ সমবায় সমিতি

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

### সমবায়ের ইতিহাস

◆ **সমবায় সমিতির ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি-**

| নাম | বর্ণনা |
|---|---|
| সমবায়ের প্রাথমিক ইতিহাস | • সময়ের দিক হতে সমবায়ের ইতিহাসকে ভাগ করা হয় - তিনভাগে। যথা : ১. সূচনা পর্যায়, ২. অগ্রগতি পর্যায়, ৩. আধুনিক পর্যায়।<br>• ১৮০১ হতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কে - সূচনা পর্যায় বলে।<br>• ১৯০১ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কে - অগ্রগতি পর্যায় বলে।<br>• ১৯৭১ হতে বর্তমান পর্যন্ত সময়কে - আধুনিক পর্যায় বলে।<br>• বিশ্বে/ব্রিটেনে সমবায়ের সূচনা করেন - রবার্ট ওয়েন।<br>• শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, কারিগরি সমবায় সংঘের উদ্ভব হয় - গ্রিক ও রোমান সভ্যতায়।<br>• সমবায়কে একটা সামাজিক ধারণা হিসেবে প্রথমে উপস্থাপন করেন - P.C. Plockboy (USA)।<br>• সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়- ইংল্যান্ডে/ ব্রিটেনে।<br>• বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতির উদ্ভব হয় - ব্রিটেনের রচডেলে (ল্যাঙ্কশায়ার) ১৮৪৪ সালে ২৮ জন তাঁতীর ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে।<br>• সমবায় আইন ১৯৮৪ প্রথম প্রয়োগ করা হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৮৫।<br>• বিশ্বের প্রথম সমবায় সমিতির নাম- Rochdale Society of Equitable Pioneers. |
| উপমহাদেশে সমবায়ের ইতিহাস | • উপমহাদেশে The Co-operative credit societies act পাশ হয় - ১৯০৪ সালে<br>• The Co-operative credit societies act প্রণীত হয়- ১৯১২ সালে।<br>• কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমবায় সমিতি গঠনের সুযোগ সংযুক্ত হয় - ১৯১২ সালের আইন।<br>• ম্যাকলেগান কমিটি অন কো-অপারেটিভ ইন ইন্ডিয়া গঠিত হয় - ১৯১৪ সালে।<br>• ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায়ের বাইবেল বলা হয় - ম্যাকলেগান কমিটির সুপারিশকে।<br>• ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেন - ফ্রেডারিক নিকলসন।<br>• The Co-operative credit societies act- ১৯০৪ প্রণয়ন কমিটিতে সদস্য ছিল - ৩ জন। যথা : লর্ড এডওয়ার্ড, স্যার নিকলসন ও ডুপার নিক্স।<br>• The Bengal Co-operative credit societies act পাশ হয় - ১৯৪০ সালে।<br>• The Bengal Co-operative credit societies act বাতিল হয় - ১৯৮৪ সালে।<br>• সমবায়ের নিয়মাবলি প্রথম জারি করা হয় - ১৯৪২ সালে।<br>• কৃষি ঋণ আইন পাশ হয় - ১৮৪৪ সালে।<br>• পাকিস্তানে প্রথম কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৪৮ সালে। |
| বাংলাদেশে সমবায়ের ইতিহাস | • বাংলাদেশে প্রথম সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।<br>• স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সমবায় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় - ১৯৮৯ সালে।<br>• বর্তমান সমবায় আইন - ২০০১ সালের (সংশোধিত হয় - ২০১৩ সালে)।<br>• বর্তমান সমবায় নীতিমালা - ২০০৩ সালের।<br>• বর্তমান সমবায় বিধিমালা - ২০০৪ সালের।<br>• সমবায় অধ্যাদেশ- ১৯৮৪ সালের।<br>• বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেন - ড. আকতার হামিদ খান।<br>• পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৬ সালে।<br>• পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক সমবায়ের সদস্যদের কৃষি ঋণ দেওয়া শুরু করে - ১৯৫৮ সালে।<br>• দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায় কাঠামো 'কুমিল্লা পদ্ধতি' পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে - ১৯৫৯ সালে।<br>• প্রথমবারের মতো জাতীয় সমবায় নীতিমালা গৃহীত ও প্রচারিত হয় - ১৯৬২ সালে।<br>• বাংলাদেশে সমবায়ের ভিত্তিতে মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৩ সালে।<br>• পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি এর বর্তমান নাম - বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।<br>• Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৯ সালে।<br>• Integrated Rural Development Program (IRDP) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬০ সালে।<br>• Bangladesh Rural Development Board (BRDB) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮২ সালে। |

⇨ BRDB (Bangladesh Rural Development Board) অবস্থিত- ঢাকা।
⇨ BARD (Bangladesh Academy for Rural Development) অবস্থিত- কুমিল্লা।



CamScanner

## ◆ এক নজরে সমবায় সমিতির ইতিহাসের ক্রমধারা–

আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায়ের উৎপত্তি- ১৮৪৪ সালে। → উপমহাদেশে সমবায় ধারণা আসে-১৮৯৫ সালে। → উপমহাদেশে প্রথম সমবায় আইন প্রবর্তিত হয় - ১৯০৪ সালে। → বাংলাদেশে সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ জারি হয়- ১৯৮৪ সালে। → বর্তমান আইন-২০০১ নীতিমালা- ২০০৩ বিধিমালা- ২০০৪

## ◆ বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

| সমবায় সমিতির নাম | যে দেশে উৎপত্তি | যার নেতৃত্বে গঠিত হয় |
|---|---|---|
| কৃষক সমবায় সমিতি | জার্মানি | রাইফিজেন |
| উৎপাদক সমবায় সমিতি | ফ্রান্স | চার্লস ফুরিয়ার |
| ঋণদানকারী সমবায় সমিতি | ইতালি | লুইনি লুজাস্টি |
| ভোক্তা সমবায় সমিতি | আমেরিকা | |

## ◆ সমবায় সমিতির পরিচালক হবার শর্তসমূহ :

- বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে।
- কমপক্ষে ১ বছরের পুরোনো শেয়ারহোল্ডার হতে হবে।
- বিকৃত মস্তিষ্ক বা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবে না।
- সমবায় সমিতি যে এলাকায় কার্যকর থাকবে সদস্যকে সে একই এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।
- সমিতিতে তার কোনো পাওনাদার থাকবে না।

## ◆ সমবায় সমিতি বিলোপের কারণসমূহ :

- সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ১২ মাসের মধ্যে কাজ আরম্ভ না করলে।
- ১৮ মাস পর্যন্ত ব্যবসায় বন্ধ থাকলে।
- সমবায় সমিতির মূলধন বা সদস্যদের আমানত ৫০০ টাকার কম হলে।
- উপবিধি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা না করলে বা উপবিধির শর্তসমূহ ভঙ্গ করলে।

## ◆ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা (সমবায় আইন ২০০১) :

| বিষয়সমূহ | ধারা | বিষয়সমূহ | ধারা |
|---|---|---|---|
| সমবায় সমিতির সংজ্ঞা | ২ | ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১৮ |
| ১৯৯৪ আইন নিষিদ্ধ | ৩ | মুনাফা বণ্টন | ৩৪ |
| সমবায় সমিতির নিবন্ধন | ১০ | বিলোপসাধন | ৫৩ |
| সভাসমূহ | ১৭ | | |

- **সমবায় সমিতি (Cooperative Society) :** পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে একই এলাকার সমশ্রেণি বা পেশার অভিন্ন চিন্তাধারার সমমনা কিছু ব্যক্তি সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় গণতন্ত্রের রীতি সমৃদ্ধ যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে।
- ১৮৪৪ সালে ব্রিটেনের রচডেল নামক গ্রামে ২৮ জন তাঁতি ২৮ পাউন্ড স্টারলিং নিয়ে সর্বপ্রথম এই ব্যবসায় শুরু হয়।
- **বর্তমান সমবায় আইন :** ২০০১ সাল, সমবায় নীতিমালা : ২০০৩ সাল, সমবায় বিধিমালা : ২০০৪ সাল।
- সমবায় সমিতিকে শোষিতদের আত্মরক্ষায় (Citadel of the Exploited) হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **ভিত্তি :** গণতন্ত্র, সাম্য, সংহতি।
- **উদ্দেশ্য :** সদস্যদের আর্থসামাজিক কল্যাণ সাধন।
- প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতির নিবন্ধনের – **১৫ মাসের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হয়।** পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক সমবায় বছরে (১ জুলাই হতে ৩০ জুন) একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে হয়।
- সমবায়ের নীতি – **'All for each and each for all'.**
- ন্যূনতম ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি মিলে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন করা হয় এবং ন্যূনতম ১০ টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি মিলে জাতীয় সমবায় সমিতি গঠন করা হয়।
- সদস্যদের ৫০০ টাকার অধিক মূলধন জমা না থাকলে নিবন্ধক উক্ত সমিতি বন্ধ করে দিতে পারেন।
- সমবায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য পর্যায়ক্রমে ৩ বছরের অধিক সময় পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না।
- পরিচালক নির্বাচিত হবার পূর্বে কমপক্ষে ১২ মাস সমিতির সদস্য থাকতে হবে।
- **গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান :**

→ বাংলাদেশে সমবায় সমিতির প্রবর্তক আখতার হামিদ খান। Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় যা প্রতিষ্ঠা করেন আকতার হামিদ খান। সমবায় এর নাম দেন দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা।

→ IRDP যার পূর্ণরূপ হলো Integrated Rural Development Program. যা ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করা।

→ ১৯৮২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিকে রূপান্তর করা – **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।**



CS CamScanner

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ইংরেজিতে পরিচিত BRDB (Bangladesh Rural Development Board) হিসেবে।
- The Cooperate প্রকাশিত হয়- ১৮১৮ সালে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সমবায় আইন জারি করেন- Lord Karzon (১৯০৪ সালে)।
- সমবায় আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে- ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- শেয়ার মূল্য দ্বারা নিবন্ধিত সমবায় সমিতি পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের উপর সর্বোচ্চ- ৯% হারে লভ্যাংশ পরিশোধ করতে পারে। অবশ্য নিবন্ধকের অনুমতি পেলে পরিশোধিত মূলধনের উপর ২০% হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে পারে।
- সমবায় সমিতির পতাকার রং- ৭টি (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল)। (রং ধনুর মত)
- সমবায় পতাকার প্রবর্তক- চার্লস ফোরিয়ার (ফ্রান্স)।

### সমবায় সমিতির মুনাফার বণ্টন :

| খাত | শতকরা হার |
|---|---|
| সংরক্ষিত তহবিল/সঞ্চিত তহবিলে চাঁদা | ১৫% |
| উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা | ৩% |
| ঋণ তহবিল | ১০% |
| অন্যান্য উদ্দেশ্যে সর্বাধিক | ১০% |
| লভ্যাংশ আকারে বণ্টনযোগ্য (সর্বোচ্চ ৮৫% পর্যন্ত হতে পারে) | ৬২% |
| মোট | ১০০% |

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

- সমবায়ের সূতিকাগার- রচডেল, ব্রিটেন (ইংল্যান্ড)।
- সমবায়ের আন্দোলনের জনক- রবার্ট ওয়েন।
- সর্বপ্রথম উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলন শুরু করেন- ফ্রেডারিক নিকলসন।
- বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেন- আখতার হামিদ খান।
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতির ধারণা আসে- ১৮৯৫ সালে।
- সমবায়/Cooperation - মিলন/ সমবেত প্রয়াস/ যৌথ প্রচেষ্টা।
- সমবায় আন্দোলনের প্রথম পত্রিকা— The Cooperate।
- সমবায় সমিতির প্রতিটি শেয়ারের সর্বনিম্ন মূল্য — ১০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা।
- সমবায়ের শেয়ারের পরিমাণ ও প্রতি শেয়ারের মূল্য উল্লেখ থাকে — এর উপবিধিতে।
- বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে — ১৫ দিন পূর্বে এর নোটিশ দিতে হয়।
- আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত হয় — জুলাই মাসের ১ম শনিবার।
- জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হয় — ১ নভেম্বর।
- উপবিধি হলো সমবায় সমিতির প্রধান- দলিল / গঠনতন্ত্র / সংবিধান।
- সসীমদায়ের ভিত্তিতে নিবন্ধনযোগ্য সমিতির নামের শেষে- Limited শব্দ ব্যবহার করতে হয়।
- ICA (International Co-operative Alliance) গঠিত হয়- ১৮৯৫ সালে যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সমবায় সমিতি।
- ICA (International Co-operative Alliance) এর সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- সমবায় সমিতিতে মোট মুনাফা সমিতির উপবিধি অনুযায়ী শেয়ারগ্রহীতার শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করা হয়।
- সমবায় সমিতিকে নিবন্ধনপত্র পাবার জন্য পরীক্ষাধীন থাকতে হয় ন্যূনতম- ৬ মাস।
- নিবন্ধনের ১৫ মাসের মধ্যে সমিতির- প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করতে হয়।
- নিবন্ধনপত্র জমাদানের- ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধক নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন।
- সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো পদ শূন্য হলে- ১ মাসের মধ্যে তা পূরণ করতে হয়।
- ভোক্তা সমবায় সমিতির শেয়ার- হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং স্ট্যাম্প ফি লাগে না।
- নিবন্ধনের আবেদন পত্রের সাথে- ৩ প্রস্থ উপবিধি সংযোজন করতে হবে।
- সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির- এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) সদস্য প্রতিবছর অবসর গ্রহণ করে।
- সমবায় সমিতি নিবন্ধনের মাধ্যমে- আইনগত অস্তিত্ব লাভ করে।
- বেঙ্গল কো অপারেটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯১৮ সালে কলকাতায়।
- আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস- ১ মে (মে দিবস বলা হয়)।
- সমবায় সমিতি পূর্ণ- গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- সমবায়ের মূল কথা- "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।
- সমবায়ের শ্লোগান- "একতাই বল"।

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01.** ১৯০৪ সালের সমবায় আইনের সংশোধনী আনা হয় কত সালে?
Ⓐ ১৯০৯ Ⓑ ১৯১৩ Ⓒ ১৯১২ Ⓓ ১৯৮৪ **Ans Ⓒ**

**02.** বর্তমানে বাংলাদেশে কত সালের সমবায় বিধি প্রচলিত?
Ⓐ ১৯৮৪ Ⓑ ১৯৮৬ Ⓒ ২০০৪ Ⓓ ১৯৮৯ **Ans Ⓒ**

**03.** বাংলাদেশে কত সালের সমবায় আইন চালু রয়েছে?
Ⓐ ১৯৮৪ Ⓑ ১৯৮৭ Ⓒ ২০০১ Ⓓ ২০০৪ **Ans Ⓒ**

**04.** সমবায় সমিতির মোট মুনাফার বাধ্যতামূলক সঞ্চিতির হার?
Ⓐ ১৫% Ⓑ ১০% Ⓒ ২০% Ⓓ ২৫% **Ans Ⓐ**

**05.** একতাই বল-কোন সংগঠনের মূলমন্ত্র?
Ⓐ অংশীদারি Ⓑ কোম্পানি Ⓒ সমবায় Ⓓ রাষ্ট্রীয় **Ans Ⓒ**

**06.** BARD কোথায় অবস্থিত?
Ⓐ কুমিল্লা Ⓑ ঢাকা Ⓒ খুলনা Ⓓ রংপুর **Ans Ⓐ**

**07.** সমবায় সমিতির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত?
Ⓐ ১০ জন Ⓑ ২০ জন Ⓒ ৫০ জন Ⓓ অনির্দিষ্ট **Ans Ⓓ**

**08.** বিআরডিবি নিম্নের কোন শহরে অবস্থিত?
Ⓐ বগুড়া Ⓑ কুমিল্লা Ⓒ ঢাকা Ⓓ রাজশাহী **Ans Ⓒ**

**09.** সমবায়ের আদিভূমি কোথায়?
Ⓐ যুক্তরাষ্ট্র Ⓑ যুক্তরাজ্য Ⓒ বাংলাদেশ Ⓓ চীন **Ans Ⓑ**

**10.** বাংলাদেশে সমবায় সমিতির অধ্যাদেশ চালু হয়-
Ⓐ ১৯০৪ Ⓑ ১৯৮৪ Ⓒ ১৯০৫ Ⓓ ১৯০৬ **Ans Ⓑ**



CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৭

# রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

Part 1

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় :** রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত বা পরবর্তীতে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসায়ের মালিকানা, পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের অধিনে থাকলে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ বা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সাধন করা
  - রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সাধারণত- তিন স্তর বিশিষ্ট। যথা :
    ১.মন্ত্রণালয়, ২. বিধিবদ্ধ সংস্থা, ৩. শিল্প বা সেবা প্রতিষ্ঠান।
  - বোর্ডের উদাহরণ : পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড।
  - যে সরকারি প্রতিষ্ঠান সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে বা রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশ বলে গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে- বিধিবদ্ধ সংস্থা বলে।
  - বিধিবদ্ধ সংস্থার উদাহরণ : শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা।
  - সরকারি বিভাগ (Public Department) সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ।
  - সরকারি বিভাগের উদাহরণ : ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ।
- **রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
  - রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ন্যূনতম ৫১% সরকারি মালিকানায় থাকতে হয়।
  - রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে লোকসানের ফলে জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পায়।
  - রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার আইন- ১৯৭২ সালের।
  - পণ্যের ন্যায্যমূল্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।

## বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পরিচিতি

| নাম | নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় | ব্যবসায়ের প্রকৃতি |
|---|---|---|
| ০১. বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা (BCIC) | শিল্প | শিল্প |
| ০২. বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (BJMC) | বস্ত্র ও পাট | |
| ০৩. বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা (BTMC) | | |
| ০৪. বাংলাদেশ টেলিগ্রাম ও টেলিফোন বোর্ড (BTTB) | ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি | সেবাধর্মী |
| ০৫. বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা (BPC) | বেসামরিক বিমান ও পর্যটন | |
| ০৬. বাংলাদেশ বিমান | | |
| ০৭. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন সংস্থা (BIWTC) | নৌ পরিবহন | পরিবহন |
| ০৮. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC) | যোগাযোগ | |
| ০৯. বাংলাদেশ রেলওয়ে (BR) | রেল | |
| ১০. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) | বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ | সেবাধর্মী |
| ১১. বাংলাদেশ বাণিজ্য সংস্থা (TCB) | বাণিজ্য | ব্যবসায় |
| ১২. বাংলাদেশ ব্যাংক (BB) | অর্থ | কেন্দ্রীয় ব্যাংক |
| ১৩. বাংলাদেশ বন উন্নয়ন সংস্থা | পরিবেশ ও বন | বনজ |

- **ওয়াসা (WASA) :** বাংলাদেশের মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব পালনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো ওয়াসা বা Water Supply and Sewerage Authority। ঢাকা ওয়াসা ১১টি জোনে বিভক্ত। ১০টি ঢাকায় এবং ১টি নারায়ণগঞ্জে। ঢাকা ওয়াসার অন্তর্ভুক্ত এলাকা ৩৬০ বর্গ কি.মি.।
- **WASA সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
  - → ১৯৮৯ সালে ঢাকার ড্রেনেজ সিস্টেম DPHE হতে DWASA এর হাতে অর্পণ করা হয়।
  - → ১৯৯০ সালে একাদশ জোন হিসেবে নারায়ণগঞ্জকে ঢাকা WASA-এর অধীনে নিয়ে আসা হয়।
  - → ১৯৯৬ সালে ঢাকা ওয়াসা আইন (Dhaka WASA Act) পাশ হয়।
  - → মোট চারটি বিভাগীয় শহরে ওয়াসা রয়েছে। যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী।
  - → WASA এর প্রধান দায়িত্ব ও কাজ হলো :
  - → বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা।
  - → ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা।
  - → জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

◆ **বাংলাদেশ ডাকবিভাগ :** বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ পোস্ট অফিস/ডাকবিভাগ। ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ডাকঘর সরকারি মালিকানাধীন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। দেশে-বিদেশে ডাক যোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিতে এ প্রতিষ্ঠান সদা সচেষ্ট। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বাণিজ্যিকভাবে Electronic Money Transfer Service (EMTS) চালু করে - ২০১০ সালের ১ মে এটি সব থেকে পুরাতন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।

◆ **ডাকবিভাগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ ভারতীয় পোস্ট অফিস আইন ১৮৯৮ তে Section আছে ৭৭টি এবং Chapter আছে ১১টি।
→ ডাক বিভাগের প্রধান কাজ হলো - ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহন ও বিলি করা।
→ ব্রিটিশ আমলে পোস্ট অফিস আইন ১৮৯৮ মোতাবেক বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
→ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করে।
→ ২০০৯ সালে এই আইন সংশোধিত হয়।
→ এটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।
→ বাংলাদেশে বর্তমানে ২৮১১টি পোস্ট অফিস EMTS সার্ভি চালু করেছে।
→ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ 'ই-পোস্ট' নামে ইলেকট্রিক সেবা চালু করে - ১৬ আগস্ট, ২০০০ সাল হতে।
→ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের প্রধান হলেন - মহাপরিচালক।
→ পোস্টাল ক্যাশকার্ড একাউন্টে সর্বনিম্ন - ১০ টাকা ব্যালেন্স রাখতে হয়।

◆ **বাংলাদেশ রেলওয়ে :** সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন সংস্থা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান উদ্দেশ্য নিরাপদ, বিশ্বস্ত, মিতব্যয়ী এবং সময়োপযোগী রেলপরিবহন সেবা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে তিন ধরনের রেললাইন চালু আছে। যথা : ১. ব্রডগেজ ২. মিটারগেজ ৩. ডুয়েল গেজ।

◆ **বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ রেলওয়ে চালু হয়েছে- ব্রিটিশ আমলে।
→ বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ২,৯৫৫.৫৩ কিমি রুট রয়েছে।
→ বর্তমানে ৪৯৮টি স্টেশন আছে।
→ বাংলাদেশে রেলওয়ে লাইনের পরিমাণ ২৮৮৫ কি.মি.। এর মধ্যে ব্রডগেজ ৬৮২ কি.মি. মিটারগেজ ১৮৩৮ কি.মি., ডুয়েলগেজ ৩৬৪ কি.মি.।
→ বাংলাদেশ হতে সপ্তাহে তিন দিন ভারতে যায় - মৈত্রী এক্সপ্রেস।
→ বাংলাদেশ রেলওয়ের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
→ বাংলাদেশ রেলওয়ে ২টি অঞ্চলে বিভক্ত। যথা : পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল।
→ পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর চট্টগ্রাম এবং পশ্চিমাঞ্চলের সদর দপ্তর রাজশাহী।
→ ২০০৩ সালে 'যমুনা সেতু'- এর মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল রেলওয়ে একত্রিত হয়।
→ ১৮৬২ সালে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা হতে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার লাইন স্থাপনের মাধ্যমে রেলওয়ের যাত্রা শুরু।

◆ **বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা :** বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৬ সালে। তিনটি সেক্টরকে একত্রিত করে বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা গঠিত হয়। যথা : ১. বাংলাদেশ টেনারিস কর্পোরেশন (BTC).
২. বাংলাদেশ পেপার এন্ড বোর্ড কর্পোরেশন (BPBC).
৩. বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার- কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন (BFCPC).

◆ **বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থার যাত্রা শুরু করে - ৮৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে।
→ বর্তমানে বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থার নিজস্ব পরিচালিত শিল্পের সংখ্যা - ১৩টি।
→ বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প সংস্থার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত শিল্পের সংখ্যা - ৯টি।
→ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের ৮০% হলো সার; যার ৭০% ইউরিয়া।
→ কর্ণফুলী পেপার মিল ও যমুনা সার কারখানা এর অন্তর্ভুক্ত।

◆ **বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা :** ১৯৬১ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট এর ৭নং আদেশ বলে BRTC প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সার্ভিসসমূহ- বাস, ট্রাক, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ও ওয়ার্কসপ। BRTC এর পূর্ণনাম : Bangladesh Road Transport Corporation. BRTC এর পূর্ব নাম ছিল: East Pakistan Road Transport Corporation (EPRTC). EPRTC এর নাম পরিবর্তন করে BRTC করা হয় - ১৯৭১ সালে। BRTC সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে। সড়ক পথে BRTC, নৌপথে BIWTC, সমুদ্র পথে BSC, আকাশপথে বাংলাদেশ বিমান গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

◆ **বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন :** বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যের দেশ। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কার্যক্রম শুরু করে -১৯৭৩ সাল হতে। পর্যটন খাতকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে National Tourism Organization (NTO) গড়ে তোলা হয়েছে।

→ National Tourism Organization বর্তমানে ৪৪টি বাণিজ্যিক ইউনিট পরিচালনা করছে।
→ National Tourism Organization এর পরিচালিত ৪৪টি বাণিজ্যিক ইউনিটের মধ্যে ১৫টি হোটেল/মোটেল রয়েছে, রেস্টুরেন্ট রয়েছে ১৯টি, শুল্কমুক্ত দোকান ৬টি এবং পিকনিক স্পট রয়েছে ৪টি।
→ National Hotel & Tourism Training Institute (NHTTI) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৪ সালে।
→ National Hotel & Tourism Training Institute (NHTTI) দুই বছরের ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম চালু করে - ১৯৯৪ সাল হতে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- **বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড :** বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বোর্ড টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিস্তারের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবীর নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। Bangladesh Telegraph and Telephone Board (BTTB) কে Bangladesh Telecommunication Company Limited (BTCL) নামকরণ করা হয় - ২০০৮ সালের ১ জুলাই। ২008 সালে বিটিটিবি টেলিটক নামে মোবাইল সার্ভিস বাজারে চালু করে।
  - → Telegraph & Telephone Board Ordinance - 1975.
  - → Telegraph and Telephone Board নামকরণ করা হয় - ১৯৭৯ সালে।
  - → Telecom & Wireless Services শুরু হয় - ১৯৭৯ সাল থেকে।
  - → Telecommunication Policy শুরু হয় - ১৯৯৮ সালে।
  - → ব্রিটিশ ভারতে ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৫৩ সালে।
  - → টেলিগ্রাফ আইন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৮৮৫ সালে।
  - → টেলিগ্রাফ বিভাগ পুনর্গঠন করে পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বিভাগ গঠিত হয় - ১৯৬২ সালে।
  - → ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ডাক ও তার মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়া হয়।
  - → Bangladesh Telecommunication Company Limited (BTCL) কে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয় - ২০০৮ সালে।
  - → The Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Act – 2009.
- **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা(BSFIC) :** বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর কাজ হলো- ইক্ষু চাষ ও মাড়াই, চিনি উৎপাদন, রেকটিফাইড স্পিরিট, চিনচার্ড স্পিরিট, ফরেন লিকার উৎপাদন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন এর অধীনে ১৫টি চিনিকল রয়েছে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয় - ১৯৭৬ সালে। দুটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়। যথা: ১. বাংলাদেশ চিনি কল কর্পোরেশন (BSMC). ২. বাংলাদেশ খাদ্য ও সহযোগী শিল্প কর্পোরেশন (BFAIC).
- **Public-Private Partnership (PPP/ $P^3$) :** জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে চুক্তি করে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করলে তাকে- Public-Private Partnership Business বলে। এটি আধুনিক ব্যবসায় ধারণার এক বিশেষ রূপ। এর মাধ্যমে সরকারের আর্থিক চাপ হ্রাস পায় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কম ঝুঁকিতে ও সরকারি ট্যাক্স সুবিধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে পারে। বাংলাদেশে $P^3$ নীতি কার্যকর হয়- ২০১০ সালে। ১৯৯৪ সালে ইংল্যান্ডে এবং ২০০২ সালে ভারতে 'মহারাষ্ট্রে' এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য - **জন কল্যান সাধন**
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের দুর্বল দিক- **ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা।**
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি- **মিশ্র অর্থনীতি।**
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত দায়িত্ব অবহেলার কারণে টেবিলে টেবিলে দীর্ঘদিন ধরে যে ফাইলের স্তুপ জমা হয় তাকে- **লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বলা হয়।**
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বিলোপসাধন নির্ভর করে- **সরকারের ইচ্ছার উপর।**
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে- **মন্ত্রণালয়।**
- মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে- **মন্ত্রী।**
- মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে শিল্প, বাণিজ্য বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে- **বিধিবদ্ধ সংস্থা।**
- মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে- **সচিব।**
- ভারতীয় পোস্ট অফিস আইন পাশ হয় - **১৮৯৮ সালে।**
- বাংলাদেশে পোস্টাল কোড চালু হয়- **১৯৮৬ সালে।**
- বাংলাদেশ পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত- **রাজশাহী।**
- পানি সংযোগ ও পানি অভিকর বিধিমালা - **২০০৯।**
- পানি সংযোগ ও পানি অভিকর বিধিমালা ২০০৯ এ মোট ধারা রয়েছে - **৩৬টি।**
- তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'ঢাকা ওয়াসা' প্রতিষ্ঠিত হয় - **১৯৬৩ সালে।**
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি ও দায় বহন করে- **সরকার।**
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক - **অর্থনীতিতে।**
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অর্জিত মুনাফা ব্যয় করা হয়- **রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে।**

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ন্যূনতম কত শতাংশ শেয়ার মালিক থাকে সরকার?**
Ⓐ ৪৯ Ⓑ ৫০ Ⓒ ৫১ Ⓓ ১০০ — Ans: C

**02. নিচের কোন সংস্থাটি সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন?**
Ⓐ BCIC Ⓑ BJMC Ⓒ BTMC Ⓓ BTTB — Ans: A

**03. মহামান্য রাষ্টপতির অধ্যাদেশ বলে গঠিত কোম্পানি কোনটি?**
Ⓐ সনদপ্রাপ্ত Ⓑ বিধিবদ্ধ Ⓒ নিবন্ধিত Ⓓ অ-নিবন্ধিত — Ans: B

**04. WASA এর কার্যক্রম কয়টি মেট্রোপলিটন শহরে বিস্তৃত?**
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ — Ans: C

**05. বাংলাদেশে কয় ধরনের রেলওয়ে লাইন চালু রয়েছে?**
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৩ Ⓓ ৪ — Ans: C

**06. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে লোকসানের ফলে বৃদ্ধি পায় কোনটি?**
Ⓐ মুদ্রাস্ফীতি Ⓑ জাতীয়ঋণ Ⓒ বেকারত্ব Ⓓ দুর্নীতি — Ans: B

**07. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সরকারের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?**
Ⓐ অর্থ Ⓑ শিল্প Ⓒ বাণিজ্য Ⓓ পররাষ্ট্র — Ans: C

**08. বাংলাদেশে রেলওয়ে চালু হয়েছিল কোন আমলে?**
Ⓐ মোগল আমলে Ⓑ ব্রিটিশ আমলে Ⓒ পাকিস্তানি আমলে Ⓓ বাংলাদেশ আমলে — Ans: B

**09. বাংলাদেশ রসায়ন শিল্পে এখন কোন ধরনের পণ্য বেশি উৎপাদিত হয়?**
Ⓐ ইস্পাত সামগ্রী Ⓑ সার Ⓒ চামড়া সামগ্রী Ⓓ পেইন্টিং সামগ্রী — Ans: B

**10. BRTC এর সার্ভিসসমূহের বহির্ভূত কোনটি?**
Ⓐ বাস Ⓑ ট্রাক Ⓒ ডাক Ⓓ ওয়ার্কসপ — Ans: C

**11. জয়পুরহাট চিনিকল কোন কর্পোরেশনের অধীন?**
Ⓐ BCIC Ⓑ BSFIC Ⓒ BTMC Ⓓ BPC — Ans: B

**12. ব্রডগেজ ও মিটারগেজ নিচের কোন পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত?**
Ⓐ রেল Ⓑ সড়ক Ⓒ নৌ Ⓓ বিমান — Ans: A



CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৮

# ব্যবসায়ের আইনগত দিক

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◆ **প্যাটেন্ট :** প্যাটেন্ট হলো নতুন আবিষ্কৃত ও নিবন্ধিত পণ্য বা বস্তুর ওপর আবিষ্কারকের একচ্ছত্র অধিকার যার বলে তিনি এটি তৈরি, উন্নয়ন, ব্যবহার ও বিক্রয়ের অধিকার ভোগ করেন।

➲ **প্যাটেন্ট নিবন্ধন :** নিম্নে বাংলাদেশে বহাল ১৯১১ সালের প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইন অনুযায়ী প্যাটেন্ট নিবন্ধনের বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো :

আবেদন পেশ → আবিষ্কারের প্রকৃতি বর্ণনা → আবেদন পত্র গ্রহণ → প্যাটেন্ট বা নিবন্ধনপত্র প্রদান

➲ প্যাটেন্টের অধিকার উদ্ভাবকের কাছে থাকে। যদি উদ্ভাবক একাধিক হয় তবে- প্যাটেন্টের অধিকারও যৌথভাবে হয়।

➲ কোনো ব্যক্তি যদি নিয়োগকারী অর্থ, সম্পদ ইত্যাদি ব্যবহার করে কিছু উদ্ভাবন করে তবে উক্ত প্যাটেন্ট এর অধিকারী নিয়োগকারী হয়।

◆ **প্যাটেন্ট সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

➲ গণপ্রজাতন্ত্রী ভেনিস সরকারের অনুমতিক্রমে ১৪৭৪ সালে সর্বপ্রথম ইতালিতে প্যাটেন্ট আইন কার্যকর হয়।

➲ প্যাটেন্টের মূল উদ্দেশ্য হলো - নতুন প্রযুক্তি ও শিল্পের উন্নয়নে আবিষ্কারককে উৎসাহ প্রদান করা।

➲ প্যাটেন্ট (Patent) কথাটি ল্যাটিন 'Patere' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ to lay open অর্থাৎ উন্মুক্ত রাখা।

➲ প্যাটেন্টের অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পণ করা যায়।

◆ **প্যাটেন্ট সনদ পাবার উপযোগী হতে হলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে:**

➲ আবিষ্কারটির অবশ্যই নতুন এক সৃজনশীল ধারণার ফল হতে হবে।

➲ এটি ধারণাগতভাবে এক ও অনন্য হবে।

➲ আবিষ্কারের অবশ্যই শিল্প উপযোগিতা থাকতে হবে।

➲ দেশের আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হতে পারবে না।

◆ **ট্রেডমার্ক :** ট্রেডমার্ক হলো কোনো ডিভাইস, ব্রান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, প্রতীক, সংখ্যা, সংখ্যাযুক্ত উপাদান, রং-এর সমন্বয়। এর মাধ্যমে পণ্য বা ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র চিহ্ন বা প্রতীক যা সকলের নিকট পণ্য বা ব্যবসায়কে পরিচিত করে। এর মূল বিষয় স্বাতন্ত্র্যতা বা ভিন্নতা।

◆ **ট্রেডমার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

➲ উপমহাদেশে ১৯৪০ সালে ট্রেডমার্ক আইন প্রবর্তিত হয়।

➲ বাংলাদেশের বর্তমান ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ সালের। (সংশোধিত ২০১৫ সালের)।

➲ যুক্তরাজ্যে ১৮৭৬ সালে 'The Bass Brewery' প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম লাল ত্রিভুজ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৪ সালে 'Samson' সিংহ ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্ট্রি করে।

➲ চতুর্দশ শতাব্দীতে রোমান দরবারের তলোয়ার প্রস্তুতকারক কামারগণ সর্বপ্রথম - ট্রেডমার্ক ব্যবহার করেন।

➲ ট্রেডমার্ক এর মেয়াদ ৭ বছর। তবে নবায়নের মাধ্যমে ১০ বছর পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে পুনঃ পুনঃ নবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী বজায় থাকে।

◆ **কপিরাইট (Copyright) :** লেখক বা শিল্পী তার সৃষ্টিকর্মের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ী আইনগত অধিকারকে - কপিরাইট বলে। বই লেখকদের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে বৃটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম ১৬৬২ সালে The Press Act পাশ করেন।

◆ **কপিরাইট (Copyright) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

➲ বাংলাদেশের বর্তমান কপিরাইট আইন - ২০০০ সালের।

➲ কপিরাইট আইন ২০০০ পাশ হয় - ২০০০ সালের ১৮ জুলাই এবং কার্যকর হয় ২০০০ সালের ১ নভেম্বর থেকে।

➲ বাংলাদেশের বর্তমান কপিরাইট বিধিমালা - ২০০৬ সালের।

➲ পরে ১৭১০ সালে সৃষ্টকর্মের উপর অধিকার সংরক্ষণে The British Statue of Anne 1710 পাস করা হয়।

➲ কপিরাইট আইন আন্তর্জাতিকভাবে সংরক্ষণে বাংলাদেশ University Copyright Convention 1952- তে স্বাক্ষরকারী দেশ।

➲ ফটোগ্রাফ, চলচ্চিত্র, ফিল্ম, শব্দ রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে মেয়াদ প্রকাশের বছরের পর ৬০ পঞ্জিকা বর্ষ পর্যন্ত।

➲ প্রকাশিত কর্মের সংস্করণের প্রকাশকের ক্ষেত্রে মেয়াদ প্রথম প্রকাশের পর সর্বোচ্চ ২৫ বছর।

➲ **সংক্ষেপে প্যাটেন্ট, ট্রেডমার্ক ও কপিরাইটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ :**

| | প্যাটেন্ট | ট্রেডমার্ক | কপিরাইট |
|---|---|---|---|
| বিষয়বস্তু | নতুন আবিষ্কার | ব্র্যান্ড নাম, শিরোনাম, শব্দ, নাম, লেবেল, প্রতীক | শৈল্পিক কাজ |
| আইন ও বিধিমালা | - আইন-১৯১১ সাল<br>- বিধিমালা- ১৯৩৩ | - প্রথম আইন : ১৯৪০ (উপমহাদেশ)<br>- বর্তমান আইন- ২০০৯ সাল<br>- বিধিমালা- ২০১৫ সাল | - প্রথম আইন-১৯১২ (উপমহাদেশ)<br>- বর্তমান আইন- ২০০০ সাল<br>- বিধিমালা- ২০০৬ সাল |
| মেয়াদ | - ১৬ বছর | - ৭ বছর তবে নবায়নের মাধ্যমে ১০ বছর করা যায়। | - ফটোগ্রাফ, চলচ্চিত্র, ফিল্ম, শব্দ রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে মেয়াদ প্রকাশের বছরের পর ৬০ বছর।<br>- প্রকাশিত কর্মের সংস্করণের প্রকাশকের ক্ষেত্রে মেয়াদ প্রথম প্রকাশের পর সর্বোচ্চ ২৫ বছর। |

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

## World Intellectual Property Organization- WIPO

◆ **WIPO :** বিশ্বের সকল Intellectual property (IP) নিয়ন্ত্রণ করার কাজ করে- WIPO.

- WIPO এর পূর্ণ নাম - World Intellectual Property Organization.
- WIPO এর সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- WIPO এর বর্তমান Daren Tang
- World Intellectual Property day- 26 april.
- WIPO সর্বপ্রথম গঠিত হয়- ১৯৬৭ সালে।
- WIPO এর বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা- ১৯৩টি।
- বাংলাদেশ WIPO এর সদস্য হয়- ১৯৮৫ সালে।

## ISO সম্পর্কে ধারণা

◆ **ISO :** ISO এর পূর্ণনাম- International Organization for Standardization. একটা প্রতিষ্ঠান কতটা মানসম্মত পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে এবং তাদের ব্যবস্থাপনার মান কেমন এ বিষয়ে সনদ প্রদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানই হলো- ISO.

➲ ISO ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গঠিত হয়।
➲ ISO শব্দটি মূলত গ্রিক ISOS থেকে উদ্ভূত।
➲ ISOS এর অর্থ সমতা (Equal)।
➲ সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
➲ এটি একটি বেসরকারি সংস্থা (NGO)।
➲ ISO এর সদস্য সংখ্যা- ১৬৫ টি দেশ।
➲ ISO এর মোট মান সনদ সংখ্যা- ৬টি।
➲ ISO 9000 প্রকাশিত হয়- ১৯৮৭ সালে। ISO 9000 এর মোট সনদ ৫টি। যথা : ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 এবং ISO 9004।
➲ ISO 14000 প্রকাশিত হয়- ১৯৯৬ সালে। ISO 14000, ৪ টি প্রধান দিক চিহ্নিত করে। এটি– **পরিবেশবিষয়ক মান সনদ।**

◆ **ISO মানসমূহ :**

| ISO মানসমূহ | মূলকথা |
|---|---|
| ISO 9000 | Quality management (মান ব্যবস্থাপনা) |
| ISO 14000 | Environment management (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) |
| ISO 3166 | Country codes |
| ISO 22000 | Food safety management (নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা) |
| ISO 50001 | Energy management (শক্তি ব্যবস্থাপনা) |
| ISO 31000 | Risk management (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা) |
| ISO 4217 | Currency codes |
| ISO 639 | Language codes |
| ISO 20121 | Sustainable events |
| ISO 27001 | Information security |
| ISO 45001 | Occupational Health and Safety |

## BSTI এর ধারণা

◆ **BSTI :** বাংলাদেশের পণ্যের মান নির্ধারণ, পণ্যমান পরীক্ষা ও মান নিশ্চিত করার জন্য যেই সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে তাকে বিএসটিআই বলে। BSTI এর পূর্ণনাম- Bangladesh Standards and Testing Institution. BSTI প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৮৫ সালে (৩৭ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে)।

➲ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন ও সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে BSTI গড়ে তোলা হয়।
➲ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন ও সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ প্রতিষ্ঠান দুটিকে একত্রিত করা হয়- ১৬ মে ১৯৮৩।
➲ BSTI শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
➲ Pakistan Standards Institute (PSI) বাংলাদেশে কাজ শুরুকরে- ১৯৬৩ সালে।
➲ কৃষি পণ্য বন্টন ও শ্রেণিবিন্যাস পরিদপ্তরকে BSTI এর সাথে সমন্বিত (merge) করা হয়-১৯৯৫ সালে।
➲ BSTI এর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভাগীয় কমিটি রয়েছে- ৬টি।
➲ BSTI এর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শাখা কমিটি রয়েছে- ৭২টি।

◆ **পরিবেশ আইন ও ব্যবসায় :** ব্যবসা করতে হলে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই যেকোনো ব্যবসা হতে হবে পরিবেশবান্ধব। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষিত আইন চালু হয়।

| আইন | সাল | আইন | সাল |
|---|---|---|---|
| পরিবেশ সংরক্ষণ আইন | ১৯৯৫ | শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | ২০০৬ |
| পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা | ১৯৯৭ | The Motor Vehicles Rules | ১৯৪০ |
| ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা | ২০০৪ | The Motor Vehicles Ordinance | ১৯৮৩ |



CamScanner

◆ **পণ্য মান সম্পর্কিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আইন :**

| আইনের নাম | সাল |
|---|---|
| দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ | ১৯৮৫ |
| দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট | ২০০৩ |
| আদর্শ ওজন ও পরিমাপন অধ্যাদেশ | ১৯৮২ |
| আদর্শ ওজন ও পরিমাপন এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট | ২০০১ |
| দি বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন | ১৯৮৯, ২০০৯, ২০১২ |
| বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ওজন এবং পরিমাপ পণ্যসামগ্রী (মোড়কীকরণ) বিধিমালা | ২০০৭ |
| বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন প্রবিধানমালা | ২০০৯ |
| বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা | ১৯৮৯ ২০০১. |
| বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের কর্মচারী চাকুরি নিয়োগ বিধি এ্যামেন্ডমেন্ট | ২০০৫ |
| দি কম্পিউটার পার্সোনেল রিক্রুটমেন্ট রুলস | ১৯৮৫ |

## Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- বাংলাদেশের প্যাটেন্ট এবং ডিজাইন আইন পাশ হয় - **১৯১১ সালের মার্চ মাসে।**
- ১৯১১ সালের প্যাটেন্ট এবং ডিজাইন আইন কার্যকর হয় - **১ জানুয়ারি ১৯১২।**
- ১৯১১ সালের প্যাটেন্ট এবং ডিজাইন আইনে মোট ধারা আছে - **৮১টি।**
- বাংলাদেশের প্যাটেন্ট সনদের সময়কাল - **১৬ বছর।**
- আমেরিকাতে প্যাটেন্ট সনদের সময়কাল - **১৭ বছর।**
- ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইনে ধারা আছে - **১২৮টি।**
- ট্রেডমার্ক এর প্রথম ব্যবহারকারী - **রোমান রাজাগণ।**
- সর্বপ্রথম ট্রেডমার্ক আইন পাশ হয় - **ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১২৬৬ সালে।**
- সর্বপ্রথম ফ্রান্সে আধুনিক ট্রেডমার্ক আইন (Comprehensive trademark system) পাশ হয় - **১৮৫৭ সালে।**
- টেডমার্কের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই সুবিধা পায়।
- যুক্তরাষ্ট্রের কপিরাইট আইন পাস হয় - **১৯৭৬ সালে।**
- উপমহাদেশের ১ম কপিরাইট আইন পাশ হয় - **১৯১২ সালে।**
- কপিরাইট আইন ২০০০ এ ধারা আছে - **১০৫টি** এবং অধ্যায় আছে - **১৭টি।**
- কপিরাইটের উদ্দেশ্য হলো নকল করা থেকে - **প্রকৃত লেখক/ শিল্পীর স্বার্থ সুরক্ষা করা।**
- কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র - **৩ প্রস্থে প্রস্তুত করা হয়।**
- প্রথম স্বত্বাধিকারীর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ফি-এর পরিমাণ - **১০০০ টাকা।**
- BSTI পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করে- **৫টি বিভাগের মাধ্যমে।**
- BSTI তে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়- **২০০৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।**
- BSTI, ISO সদস্যপদ লাভ করে- **১৯৭৪ সালে।**
- BSTI কর্তৃক অনুমোদিত পণ্যের পরিমাণ- **১৬৬টি (গেজেটভুক্ত)।**
- BSTI বাধ্যতামূলক তালিকা- **১৯৪ টি পণ্য।**

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. বাংলাদেশে কত সালের প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইন প্রচলিত ?**
Ⓐ ১৯১১ Ⓑ ১৯৯৪ Ⓒ ২০১০ Ⓓ ২০১১ **Ans Ⓐ**

**02. সস্তা ঘড়ির জগতে CASIO ব্রান্ড কোনটির সাথে সম্পর্কিত?**
Ⓐ প্যাটেন্ট Ⓑ ট্রেডমার্ক Ⓒ কপিরাইট Ⓓ আইএসও **Ans Ⓑ**

**03. বাংলাদেশে কত সালের বিমা আইন প্রচলিত রয়েছে?**
Ⓐ ২০০৬ Ⓑ ২০০৯ Ⓒ ২০১০ Ⓓ ২০১১ **Ans Ⓒ**

**04. ISO এর প্রধান অফিস কোথায় অবস্থিত?**
Ⓐ নিউইয়র্ক Ⓑ জেনেভা Ⓒ ইংল্যান্ড Ⓓ টোকিও **Ans Ⓑ**

**05. কত সালে ISO ৯০০০ মান সনদ দেওয়া শুরু হয়?**
Ⓐ ১৯৪৭ Ⓑ ১৯৬৭ Ⓒ ১৯৮৭ Ⓓ ১৯৯৭ **Ans Ⓒ**

**06. BSTI এর যাত্রা শুরু কত সালে?**
Ⓐ ১৯৮৫ Ⓑ ১৯৮৭ Ⓒ ১৯৯৫ Ⓓ ১৯৯৭ **Ans Ⓐ**

**07. প্যাটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ?**
Ⓐ স্থায়ী Ⓑ চলতি Ⓒ অলীক Ⓓ বুদ্ধিবৃত্তিক **Ans Ⓐ**

**08. বিএসটিআই কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা?**
Ⓐ অর্থ Ⓑ শিল্প Ⓒ সংস্থাপন Ⓓ আইন **Ans Ⓑ**

**09. শিশুদের নিয়োগ বিধিমালা কত সালের ?**
Ⓐ ১৯৯৫ Ⓑ ১৯৯৬ Ⓒ ১৯৮৯ Ⓓ ২০০০ **Ans Ⓐ**

**10. কত সালে ISO ৯০০০ মান সনদ দেওয়া শুরু হয়?**
Ⓐ ১৯৪৭ Ⓑ ১৯৬৭ Ⓒ ১৯৮৭ Ⓓ ১৯৯৭ **Ans Ⓒ**

**11. একটা কোম্পানি যমুনা ব্রান্ড নামে ঘড়ি বাজারে বিক্রয় করেছে। এই নামটি নিচের কোনটি?**
Ⓐ প্যাটেন্ট Ⓑ ট্রেডমার্ক Ⓒ কপিরাইট Ⓓ মেধাস্বত্ব **Ans Ⓑ**

**12. লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে মুদ্রণ সম্পর্কিত চুক্তিকে কী বলে?**
Ⓐ ট্রেডমার্ক Ⓑ পেটেন্ট Ⓒ কপিরাইট Ⓓ ফ্রাঞ্চাইজিং **Ans Ⓒ**

**13. ISO মান সনদ ব্যবসায়ীদের মুখ্যত কোন ধরনের সহায়তা দেয়?**
Ⓐ দক্ষতা বৃদ্ধিতে Ⓑ ঋণ পেতে Ⓒ সুনাম বৃদ্ধিতে Ⓓ বৃহদায়তন উৎপাদনে **Ans Ⓒ**



CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৯

# ব্যবসায় সহায়ক সেবা

## Part 1

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◆ **ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা :** একটি ব্যবসায় গঠন করতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, অনার্থিক ও কারিগরি সহযোগিতাকে ব্যবসায় সহায়ক সেবা বলে।

- SME : Small & Medium Enterprises.
- এসএমই লোনের পরিমাণ– **সর্বনিম্ন ৫০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা (ব্যবসায় প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী)।**
- সরকার থেকে প্রাপ্ত ৩০০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে রেখে তা থেকে অর্জিত মুনাফার মাধ্যমে এর কাজ পরিচালিত হয়।
- MIDAS এর মোট ছয়টি কার্যক্রম রয়েছে। যেমন : MIDI, SED ইত্যাদি।
- **ব্রাক- এর মূল উদ্দেশ্য হলো :** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা।
- ব্রাক এর নিজস্ব ডেইরি ফার্মে 'আড়ং' দুধ উৎপাদিত হয়। এছাড়াও 'আড়ং' এর নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র আছে।
- আশা NGO প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে সবচেয়ে সফল।
- **স্বনির্ভর বাংলাদেশ-**এর প্রধান লক্ষ্য হলো আত্মকর্মসংস্থান উদ্বুদ্ধ করে সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন করা।
- মাইডাস এর প্রধান কাজ হলো ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত প্রান্তিক শিল্প মালিকদের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সুবিধা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- **SAFTA চুক্তির মূল বিষয় হলো** সেনসিটিভ লিস্টের পণ্যের (যে পণ্য কোনো দেশ আমদানি বা রপ্তানি করতে ইচ্ছুক নয়) সংখ্যা কমানো এবং সেনসিটিভ লিস্টের বাইরের পণ্যের ট্যারিফ ০%-৫% এর মধ্যে নামিয়ে নিয়ে আসা।
- ২০০৫ সাল থেকে BIMSTEC এর উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করছে– **Asia Development Bank (ADB)**
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি কিউবার রাজধানী হাভানায় GATT (General Agreements on Tariffs & Trade) নামে।

◆ **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (BSCIC) :** বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ায় সহায়তা করতে শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত, বৈষয়িক ও সমর্থনমূলক সরকারি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানই হলো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বা বিসিক।

→ BSCIC : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation.
→ ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
→ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে BSCIC এ রূপান্তরিত হয়।
→ এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।
→ এটি একটি সরকারি সংস্থা যা বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ায় সাহায্য করে।

◆ **এসএমই ফাউন্ডেশন (SME) :** দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার যে বিশেষ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে তাকে SME ফাউন্ডেশন বলে।

◆ **SME সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

- যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৯৭ সালে।
- ২০০৬ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি নিবন্ধিত হয় এবং ২০০৭ সালে অলাভজনক সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দিতে সরকার এই ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছে।
- বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৯০% ই ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের অন্তর্ভুক্ত।
- দেশের মোট জনশক্তির ২৫% এসএমই খাতের সাথে জড়িত।

◆ **গ্রামীণ ব্যাংক :** এটি একটি নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও নয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়- ১৯৭৬ সালে। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এ প্রকল্পে ঋণ দেয়। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি বিশেষ ব্যাংক হিসেবে গড়ে উঠে এবং গ্রামীণ ব্যাংক নামে কাজ শুরু করে।

- এর কাজ হল : মহাজন শ্রেণির হাত থেকে রক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ইত্যাদি।

◆ **বেসরকারি সংস্থা (NGO) :** সমাজের কমবিত্তসম্পন্ন, অসহায় ও পশ্চাদপদ শ্রেণির মানুষকে আর্থিক, বৈষয়িক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত, আইনগত ইত্যাদি নানান বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সারা বিশ্বে এনজিও নামে পরিচিত।

◆ **বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

- NGO : Non-Government Organizations.
- সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের আর্থিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত প্রভৃতি সেবাদানে এটি গড়ে উঠে।
- এসকল প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি রয়েছে।
- সুনির্দিষ্ট কোনো একটি খাতকে উন্নয়নের লক্ষ্যে এসকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

**ক. ব্র্যাক :**

- BRAC এর পূর্ণরূপ হলো - Bangladesh Rural Advancement Committee/ Building Resources Across Communities.
- বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় NGO হলো ব্র্যাক।
- ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে সিলেট জেলায়।

**খ. আশা (ASA) :**

- ASA : Association for Social Advancement.
- এটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- ১৯৯২ সাল থেকে বিশেষায়িত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।



CS CamScanner

**গ. প্রশিকা :**

- ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার মানিকগঞ্জে কাজ শুরু করে।
- ১৯৭৬ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ শুরু করে।
- কৃষিখাতেই মূলত প্রতিষ্ঠানটি ঋণ দিয়ে থাকে।

**ঘ. স্বনির্ভর বাংলাদেশ :**

- ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষি ও বন-মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ সেল হিসেবে কাজ শুরু করে।
- ১৯৮৫ সাল থেকে বেসরকারি সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে।
- আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন করা এর লক্ষ্য।

**ঙ. ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS) :**

- TMSS: Thengamara Mohila Sabuj Sangha.
- ১৯৮০ সালে এটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে কাজ শুরু করে।
- মহিলাদের ঋণ দেওয়া, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দোকান পরিচালনা, হাঁস মুরগি প্রতিপালন প্রভৃতি কাজে সাহায্য করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে তুলছে।

**চ. মাইডাস (MIDAS) :**

- MIDAS : Micro Industries Development Assistance Services.
- নিবন্ধিত হয়- ১৯৮১ সালে।
- পরবর্তীতে ২০০০ সালে মাইডাস ফাইনান্সি লি: (MFL) নামে একটি নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে।

**ছ. বাংলাদেশের সামাজিক সেবা সংগঠন (BOSS) :**

- BOSS: Bangladesh Organization for Social Service.
- ১৯৯২ সালে বেসরকারিভাবে এটি গড়ে ওঠে।
- এটি মুনাফাবিহীন সংগঠন।

◆ **FBCCI :** FBCCI যার পূর্ণরূপ হলো Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Indusries। এটি হলো দেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী সংগঠন। FBCCI প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে Trade Organization Ordinance 1961 এবং Companis act 1913 অনুসারে পরিচালিত। ১৯৪৭ সালে Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry নামে ছিল। এতে দুই ধরনের সদস্য থাকে।
(ক) Chamber of Commerce বা বণিক সমিতি।
(খ) Trade & Industrial Association বা শিল্প সমিতি।

◆ **BGMEA :** BGMEA এর পূর্ণরূপ হল Bangladesh Garments Manufacturers & Expoters Association। ১৯৭৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন।

◆ **BGMEA শিল্পের জন্য যে সকল সুবিধা দিয়ে থাকে তা হল :**

→ বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্টকরণ।
→ বিদেশি বাজারে পোশাক শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি।
→ মালিক-শ্রমিক ও সরবরাহকারীদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।
→ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
→ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা এবং শিশুশ্রম বন্ধ করা।
→ DA 8000/WRAP নীতিমালার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।
→ নতুন তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনে সহায়তা দান।

◆ **রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) :** EPB: Export Promotion Bureau. রপ্তানি বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ঢাকাস্থ শাখাকে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নাম দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালে এটি আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রপতির বিশেষ পদক, রপ্তানি সনদ, Commercially Important Person (CIP) পদকের ব্যবস্থা করে- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

◆ **আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-**

◆ **SAARC :** South Asian Association for Regional Co-operation. SAARC হলো দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি চুক্তি। SAARC প্রথম গঠন করা হয়- ১৯৮৫ সালে। SAARC এর ১ম সম্মেলন হয়- ১৯৮৫ সালে ঢাকায়। SAARC এর সদস্য ৮টি দেশ। সদস্য দেশসমূহ: বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান । সর্বশেষ সদস্য দেশ আফগানিস্তান। আফগানিস্তান ২০০৭ সালে SAARC এ যোগ দেয়। বাংলাদেশ SAARC এর এর সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৮৫ সালে। SAARC-এর সদর দপ্তর- কাঠমান্ডু।

◆ **SAFTA :** South Asian Free Trade Agreement. SAARC ভুক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাকে- SAFTA চুক্তি বলে। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে SAFTA চুক্তি কার্যকর হয়। স্বাক্ষরিত হয় ২০০৪ সালে।

◆ **ASEAN :** ASEAN এর পূর্ণরূপ হলো Association of South East Asian Nations. এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট। এর সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। আসিয়ানের বর্তমান দেশ ১০টি, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস। সদস্য দেশগুলোর মাঝে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্ব প্রথম ৫ টি রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত হয়।

**১৬. BIMSTEC কী?**

**উত্তর : BIMSTEC :** BIMSTEC এর পূর্ণরূপ হলো Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical & Economic Co-operation। বিমসটেক এর সদস্য দেশগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান। এর সদর দপ্তর হলো ঢাকায়। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন একটি উপ আঞ্চলিক গ্রুপ গঠন করা হয় তখন নাম দেওয়া হয় BISTEC। ২০০৪ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় BIMSTEC।

◆ **WTO :** WTO এর পূর্ণরূপ হলো World Trade Organization। WTO এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। WTO পূর্বে GATT নামে পরিচিত ছিল। WTO প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি। বাংলাদেশ WTO এর ১২৪ তম দেশ। বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে ১৯৯৫ সালে। WTO এর সাধারণ পরিষদ ৪টি ভাগ করা যায়। বর্তমান WTO এর Director-General হলো Ngozin Okonjo-Iweala.



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বোচ্চ- ৯% সুদে ঋণ দেওয়া হয়।
- এক্ষেত্রে মহিলাদের ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়- (১০%)।
- এসএমই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের বয়স- ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য- ড. ইউনূস ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান।
- গ্রামীণ ব্যাংক- জামানতবিহীন ঋণ দেয়।
- ঢাকায় প্রতি বছর আন্তর্জাতিক রপ্তানি মেলার আয়োজন করে- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মালিকানা- সরকারি।
- WTO এর মোট সদস্য- ১৬৪টি দেশ।
- ব্র্যাক মূলত বিকল্প উন্নয়ন বা Holistic development মতবাদের ভিত্তিতে- ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া শুরু করে।
- আড়ং ব্র্যাক এর- অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।
- এসএমই উন্নয়ন নীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে- ২০০৫ সালে।
- এর কার্যক্রম পরিচালনার রয়েছে - ১৬টি নীতি।
- গ্রামীণ ব্যাংক হলো অনুমোদিত- সমবায়ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও নয়।
- লোনের মেয়াদ- চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ১ বছর এবং- মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি খাতে ৩ থেকে ৫ বছর।
- EU এর সর্বশেষ সদস্য- Croatia.

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. দেশ ও বিদেশে পোশাক মেলার আয়োজন করে
Ⓐ IDLC Ⓑ BGMEA Ⓒ ACU Ⓓ ULC **Ans B**

02. ব্যবসায়ে সহায়ক সেবা সাধারণত কয় ধরনের হয়ে থাকে?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans B**

03. বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ এনজিও প্রতিষ্ঠান কোনটি?
Ⓐ গ্রামীণব্যাংক Ⓑ ব্র্যাক Ⓒ আশা Ⓓ প্রশিকা **Ans B**

04. ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজসংঘ কোন জেলায় অবস্থিত?
Ⓐ কুমিল্লা Ⓑ বগুড়া Ⓒ টাঙ্গাইল Ⓓ চট্টগ্রাম **Ans B**

05. BGMEA কত সালে যাত্রা শুরু করে?
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৭৭ Ⓒ ১৯৮৩ Ⓓ ১৯৮৭ **Ans B**

06. বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যবসায় সংগঠন কোনটি?
Ⓐ BGMEA Ⓑ DSE Ⓒ WCCI Ⓓ FBCCI **Ans D**

07. BKMEA কোন ধরনের ব্যবসায়ী জোট?
Ⓐ সমান্তরাল Ⓑ পূর্বাপর Ⓒ আঞ্চলিক Ⓓ চক্রাকার **Ans A**

08. বিএসটিআই কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা?
Ⓐ অর্থ Ⓑ শিল্প Ⓒ বাণিজ্য Ⓓ আইন **Ans B**

09. WTO এর সদর দপ্তর কোথায়?
Ⓐ জেনেভা Ⓑ রোম Ⓒ নিউইয়র্ক Ⓓ প্যারিস **Ans A**

10. বিমা সাধারণত ব্যবসায়ের কোন ধরনের বাধা দূর করে?
Ⓐ স্থান Ⓑ সময় Ⓒ ঝুঁকি Ⓓ অর্থ **Ans C**

11. বাংলাদেশের পণ্যমান নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?
Ⓐ BSIC Ⓑ TIB Ⓒ TCB Ⓓ BSTI **Ans D**

12. বেসরকারি সংস্থা "আশা" প্রতিষ্ঠা লাভ করে কবে?
Ⓐ ১৯৭৮ Ⓑ ১৯৭২ Ⓒ ১৯৭৬ Ⓓ ১৯৭৪ **Ans A**

# প্রথম পত্র অধ্যায় ১০ ব্যবসায়ের উদ্যোগ

## Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় উদ্যোগ :** যদি কোনো ব্যক্তি একটি শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠারজন্য যে সকল কার্যপ্রক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে উদ্যোগ বলা হয়। আর যিনি উদ্যোগ করেন তাকে উদ্যোক্তা বলা হয়। আর ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়াকে বুঝায় যা দ্বারা একজন উদ্যোক্তা তার মেধা, শ্রম, ও নতুন চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন সাধন করেন।
- জোসেফ এ স্যুমপিটার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন।
- অন্যের অধীনে কাজ করাকে কর্মসংস্থান (চাকরি) বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ বিশেষভাবে মুনাফা অর্জন সংশ্লিষ্ট। অপরদিকে, স্ব-উদ্যোগে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আত্মকর্মসংস্থান। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা নিজেই নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।
- ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের সময় আর পি সাহা এবং তার পুত্র ভবানী সাহাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকে তারা নিখোঁজ। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তাকে মরণোত্তর পুরস্কার দেন।

- **ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি :**

| | | |
|---|---|---|
| – উদ্যোগ গ্রহণ। | – আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। | – মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা। |
| – ঝুঁকি গ্রহণ। | – আইনগত নীতিমালা অনুসরণ। | – বাজারজাতকরণ। |
| – অর্থ সংক্রান্ত। | – মুনাফা অর্জন সংশ্লিষ্ট | – ভোক্তা ও সরবরাহকারীদের মাঝে সুসম্পর্ক। |
| – নতুন আবিষ্কার। | – পুঁজি গঠন। | |

- **একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| – সাংগঠনিক ক্ষমতা। | – সততা ও বিশ্বাস। | – শারীরিক ও মানসিক শক্তি। | – সতর্কতা। | – আত্মবিশ্বাস। |
| – নেতৃত্বের যোগ্যতা। | – সুস্পষ্ট ধারণা। | – চারিত্রিক দৃঢ়তা ও | – বুদ্ধিমত্তা। | – অভিজ্ঞতা। |
| – কর্মক্ষমতা। | – শিক্ষাগত যোগ্যতা। | – আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। | – দূরদর্শিতা। | |

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

◆ **ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা নিয়ে বিভিন্ন আইনসমূহ।**

| আইনের নাম | সাল | আইনের নাম | সাল |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ শ্রম আইন | ২০০৬ | জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নীতিমালা | ২০১৩ |
| বাংলাদেশ শ্রম নীতি | ২০১২ | জাতীয় যুবনীতি | ২০০৩ |
| বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা | ২০১৫ | যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) আইন | ২০১৫ |
| বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন | ২০০৬ | জাতীয় শিল্পনীতি | ২০১৬ |
| বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা | ২০১০ | | |

◆ **বাংলাদেশের একজন সফল উদ্যোক্তা রণদা প্রসাদ সাহা :**

– রণদা প্রসাদ সাহা আরপি সাহা নামে পরিচিত।
– পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ সাহা পোদ্দার ও মাতার নাম কুমুদিনী দেবী।
– তার পৈত্রিক নিবাস হল টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে।
– তিনি ১৮৯৬ সালের ১৫ নভেম্বর সাভারের কাছুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।
– ১৯৪৩ সালে টাঙ্গাইলে কুমুদিনী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।
– ১৯৪৪ সালে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ এবং মির্জাপুরে কুমুদিনী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।
– ১৯৪২ সালে তার ঠাকুরমার নামে "ভারতেশ্বরী বিদ্যাপীঠ" প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে পুনঃনামকরণ করা হয় ভারতেশ্বরী হোমস নামে।
– এছাড়াও তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মির্জাপুর পাইলট বয়েজ স্কুল, মির্জাপুর পাইলট গার্লস স্কুল, মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ।

**Note :** উচ্চ মাধ্যমিকের বইসহ বাজারের বিভিন্ন বইতে আর পি সাহার জন্ম সাল দেওয়া আছে ১৮৯৮, যা সত্য নয়। আর পি সাহার প্রকৃত জন্মসাল হলো ১৮৯৬ [https://en.wikipedia.org/wiki/Ranadaprasad_Saha এই ওয়েব Address এ গেলে যার সত্যতা প্রমাণিত হয়।]

◆ **বাংলাদেশের একজন সফল উদ্যোক্তা ড. হুসনে আরা বেগম :** দক্ষ সংগঠক ও সফল উদ্যোক্তা ড. হুসনে আরা বেগম ১৯৫৩ সালের ১ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার ঠেঙ্গামারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি পড়ে ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় প্রশাসনে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৫-১৯৯১ পর্যন্ত TMSS এর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯২ সালে TMSS এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসাবে কাজ শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে গ্রামীণ মহিলা সংগঠন ও নেতৃত্ব পুরস্কার, ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় জনসংখ্যা পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর বনায়ন পুরস্কার, ২০০৫ সালে "জাতীয় মৎসপক্ষ স্বর্ণপদক" এবং PKSF এর "Best Partner Award", ২০০৭ সালে "Best Award for National Forestry 2007" এবং ২০০৯-এ "বেগম রোকেয়া পুরস্কার ২০০৭"।

– TMSS এর পূর্বরূপ হলো ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ যার প্রতিষ্ঠাতা হলো– ড. হোসনে আরা বেগম।
– TMSS প্রথম শুরু হয় কিছু ভিক্ষুক মহিলাদের সমন্বয়ে।
– ১৯৮০ সালে নিজ গ্রামের নাম অনুসারে TMSS গঠন করা হয়। বর্তমানে তিনি TMSS এর নির্বাহী পরিচালক।
– TMSS এর পার্টনার হিসেবে NCC ব্যাংক সহায়তা করে আসছে।
– তিনি ২০০৫ সালে "Global Micro Entrepreneurship Award Bangladesh' অর্জন করেন।

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

➲ ব্যবসায় শুরুর পেছনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– **উদ্যোক্তা।**
➲ উদ্যোক্তার প্রধান কাজ– **ব্যবসায়কে সংগঠিত করা।**
➲ উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার হলো– **মুনাফা।**
➲ বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাহচর্যে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ দক্ষতা অর্জন করতে পারে– **যৌথ-উদ্যোগে ব্যবসায়ের মাধ্যমে।**
➲ কোনো পুরাতন উদ্যোক্তা বা চাকরিরত ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করা অবস্থায় নতুন করে কোনো ব্যবসায় শুরু করাকে– **Intrepreneur বলে।**
➲ ১৭২৫ সালে রিচার্ড ক্যানটিলন (Richard Cantillon) সর্বপ্রথম– **'Entrepreneur' শব্দটি শিল্পোদ্যোগ বোঝাতে ব্যবহার করেন।**
➲ শিল্পোদ্যোগ পদবাচ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়– **Richard Cantillon কে।**
➲ সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে উদ্যোক্তার– **কৃতিত্বার্জন চাহিদা বলে।**
➲ ঝুঁকি গ্রহণ উদ্যোক্তার– **মানসিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত।**
➲ জ্ঞানচক্ষু বা বিশেষ জ্ঞান (প্রজ্ঞা) দ্বারা ভবিষ্যতকে উপলব্ধি বা বুঝতে পারার সামর্থ্যকে– **দূরদৃষ্টি বলে।**
➲ ১৮৩৫ সালে ব্যবসায়ের জন্য একজন ভালো উদ্যোক্তার কথা বলেন– **S.P Newman**
➲ ব্রিটিশ সরকার রণদা প্রসাদ সাহাকে তার মানবসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ– **'রায় বাহাদুর' উপাধি দেয়।**

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. একজন উদ্যোক্তা কোন ধরনের কাজ করতে বিশেষ আনন্দ পান?**
Ⓐ চ্যালেঞ্জমূলক Ⓑ সৃজনশীল Ⓒ উন্নয়নমূলক Ⓓ ঝুঁকিপূর্ণ **Ans Ⓑ**

**02. রণদা প্রসাদ সাহার পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল?**
Ⓐ ঢাকা Ⓑ টাঙ্গাইল Ⓒ কিশোরগঞ্জ Ⓓ নারায়ণগঞ্জ **Ans Ⓑ**

**03. ড. হুসনে আরা বেগম কোন এনজিও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত?**
Ⓐ TMSS Ⓑ ব্র্যাক Ⓒ আশা Ⓓ প্রশিকা **Ans Ⓐ**

**04. নতুন কোনো বিষয়ে যিনি এগিয়ে যান তাকেই — বলে?**
Ⓐ নেতা Ⓑ ব্যবস্থাপক Ⓒ উদ্যোক্তা Ⓓ আবিষ্কারক **Ans Ⓒ**

**05. কোনটি বিনিয়োগ উদ্যোক্তার জন্য অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে?**
Ⓐ শ্রমনীতি Ⓑ করনীতি Ⓒ রাজস্বনীতি Ⓓ শিল্পনীতি **Ans Ⓓ**

**06. Entrepreneur এর প্রতিশব্দ কোনটি?**
Ⓐ উদ্যোগ Ⓑ ঝুঁকি গ্রহণ Ⓒ চ্যালেঞ্জগ্রহণ Ⓓ কোনোটি নয় **Ans Ⓐ**

**07. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?**
Ⓐ শিক্ষা Ⓑ অর্থ Ⓒ বাণিজ্য Ⓓ শিল্প **Ans Ⓒ**

**08. ঝিনুক কুড়িয়ে মালা তৈরি করে বিক্রয় নিচের কোনটি?**
Ⓐ ব্যবসায় Ⓑ আত্মকর্মসংস্থান Ⓒ উদ্যোগ Ⓓ ট্রেড **Ans Ⓑ**

**09. "দূরদৃষ্টি" উদ্যোক্তার কোন শ্রেণির বৈশিষ্ট্য–**
Ⓐ সামাজিক Ⓑ মনস্তাত্ত্বিক Ⓒ ব্যক্তিগত Ⓓ পেশাগত **Ans Ⓑ**

**10. প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা উদ্যোক্তার কী ধরনের বৈশিষ্ট্য?**
Ⓐ অর্থনৈতিক Ⓑ মানসিক Ⓒ কারিগরি Ⓓ কোনোটি নয় **Ans Ⓒ**



CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র

# অধ্যায় ১১ ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার

## Part 1

### গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

◆ **অনলাইন ব্যবসায় :** একজন ব্যক্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অপর পক্ষের সাথে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে তাই- অনলাইন ব্যবসায়।

◆ **অনলাইন ব্যবসায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ IBM কোম্পানি সর্বপ্রথম অনলাইন ব্যবসায় শুরু করে- ১৯৯৬ সালে। → ইন্টারনেট আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৯ সালে, ইন্টারনেট এর জনক হলো-**ভন জি কার্ফ।**

→ কয়েকটি অনলাইন ব্যবসায়ের উদাহরণ হলো :

| | | |
|---|---|---|
| ☞ অনলাইন মার্কেটিং | ☞ অনলাইন শপিং | ☞ অনলাইন অর্থায়ন |
| ☞ অনলাইন নিলাম | ☞ অনলাইন ব্যাংকিং | ☞ অনলাইন সিকিউরিটিজ |
| ☞ অনলাইন ক্রেতা গোষ্ঠী | ☞ অনলাইন আসন সংরক্ষণ | ☞ অনলাইন প্রকাশনা |

◆ **ই-বিজনেস :** ই-বিজনেসের পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিকবিজনেস। যখন ব্যবসায়িক কার্যক্রম ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, তখন তাকে ই- বিজনেস বলে। সর্বপ্রথম ব্যবসায় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ই-বিজনেস প্রয়োগ করে- amazon.com.

◆ **ই-বিজনেস নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে :**

| | | |
|---|---|---|
| ☞ ব্যবসায় থেকে ব্যবসায় (B2B) | ☞ ভোক্তা থেকে ব্যবসায় (C2B) | ☞ সরকার থেকে ব্যবসায় (G2B) |
| ☞ ব্যবসায় থেকে ভোক্তা (B2C) | ☞ ভোক্তা থেকে ভোক্তা (C2C) | ☞ সরকার থেকে ভোক্তা (G2C) |
| ☞ ব্যবসায় থেকে সরকার (B2G) | ☞ ভোক্তা থেকে সরকার (C2G) | |

◆ **ই-বিজনেস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-**

| ধরন | | বিবরণ | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| ব্যবসায় থেকে ব্যবসায় | B2B | ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কাজ হয় | পাইকারি ব্যবসায় |
| ব্যবসায় থেকে ভোক্তা | B2C | ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে ভোক্তার পণ্য ক্রয় করা | amazon.com |
| ভোক্তা থেকে ব্যবসায় | C2B | এক্ষেত্রে ভোক্তা ব্যবসায়ীর নিকট পণ্য বিক্রয় করে | ভোগকারী উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করলে |
| ভোক্তা থেকে ভোক্তা | C2C | ভোক্তা কোনো ভোক্তার নিকট পণ্য বিক্রয় করলে | Bikroy.com |
| ব্যবসায় থেকে সরকার | B2G | দেশের চাহিদা পূরণে সরকার ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করলে | সরকারি ডিলারের কাছে পাইকারের পণ্য বিক্রয় |
| সরকার থেকে ব্যবসায় | G2B | সরকার ব্যবসায়ীর সাথে পণ্য বিনিময় চুক্তি করলে | গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ |
| ভোক্তা থেকে সরকার | C2G | ভোক্তা সরকারের কাছে পণ্য বিক্রয় করলে | কৃষিপণ্য |
| সরকার থেকে ভোক্তা | G2C | সরকার থেকে ভোক্তারা যে সেবা পেয়ে থাকে তার বিনিময়ে যদি অর্থ প্রদান করে | ন্যায্য মূল্যের চাল |

B = Business  C = Consumer  G = Government

◆ **ই-কমার্স :** ই-কমার্সের পূর্ণরূপ হলো ইলেকট্রনিক কমার্স। ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করাকে ই-কমার্স বলে। ই-কমার্সের ব্যাপ্তি ই-বিজনেস অপেক্ষা ছোট।

☞ ই-কমার্স ও ই-বিজনেসের প্রধান পার্থক্য হলো- ই-কমার্স শুধু পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্যাবলির সাথে জড়িত কিন্তু ই-বিজনেস পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ক্রেতার হাতে পৌঁছানো এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা দেওয়া পর্যন্ত সকল কাজের সাথে জড়িত।

**ই-কমার্স-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল :** ইন্টারনেট মার্কেটিং, মোবাইল বাণিজ্য, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT), সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ, ইলেকট্রনিক তথ্য বিনিময়, মজুত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

◆ **ই-মার্কেটিং :** পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডিং ইমেজ সৃষ্টিতে ই-মার্কেটিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-মার্কেটিং ই-বিজনেস এর একটা উপশাখা (Subset) এবং ই-কমার্সের সহযোগী বিষয়। গ্রাহকদের চাহিদা শনাক্তকরণ, এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ, গ্রাহক ডাটাবেজ তৈরি, মার্কেট Place শনাক্ত করে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধরনের বিপনন প্রসার কার্যক্রম গ্রহণ, এজন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৌশল নির্ধারণ, বিভিন্ন ধরনের বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ই-মার্কেটিং কাজ করে। ই-মার্কেটিং বিশেষভাবে গ্রাহক সম্পর্কিত।

◆ **ই-মার্কেটিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**

→ ই-মার্কেটিং এর মূল বিষয় হল- ব্যান্ডিং (Branding) ও প্রসার (Promotion). → স্বল্প খরচে যে কেউ এর মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন দিতে পারে।

→ এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা মার্কেটিং সুবিধা পাওয়া যায়।

→ এটি একটি ওয়ান টু ওয়ান (One to One) মার্কেটিং পদ্ধতি। কারণ এর মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্রেতা/ভোক্তার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্ভব।

◆ **বিভিন্ন ধরনের ই-মার্কেটিং :**

→ **প্রদর্শনী মার্কেটিং :** এ পদ্ধতিতে ওয়েব ব্যানার বা ব্লগ ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করানো হয়।

→ **সার্চইঞ্জিন মার্কেটিং :** ওয়েবসাইট প্রসারে সার্চইঞ্জিন পেপার ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ক্রেতার নিকট প্রদর্শিত হয়।

→ **সার্চইঞ্জিন অপটিমাইজেশন :** সার্চইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যা SEO নামেও পরিচিত। এতে ওয়েব পেইজ প্রদর্শনী উন্নত করা হয়।

→ **সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং :** Facebook, Twitter এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহক আকৃষ্ট করে তোলা হয়।

→ **রেফারেন্স মার্কেটিং :** ই-মেইলের মাধ্যমে ক্রেতাদের পণ্য বা সেবার গুণাগুণ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়।

→ **কনটেন্ট মার্কেটিং :** গ্রাফিক্স ব্লগ, ই-বুক ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট হয়।

**উত্তর : ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য সম্পাদন করাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং। ATM বা Automated Teller Machine এর প্রচলনের ফলে বিশ্বে ই-ব্যাংকিং এর ধারণা প্রবর্তিত হয়। এরপর ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম অনলাইন ব্যাংকিং সেবার ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

◆ **ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ হলো :**
- MICR (Magnetic Ink character Recognition).
- ATM সেবা (আধুনিক চেকের বিকল্প)।
- ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড।
- অনলাইন ব্যাংকিং।
- হোম ব্যাংকিং।
- বিক্রয় বিন্দু সেবা (POS- Point-of-sale).
- স্বয়ংক্রীয় নিকাশঘর সেবা।
- আন্তঃব্যাংক নিকাশঘর পরিশোধ পদ্ধতি।

◆ **মোবাইল ব্যাংকিং :** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকরা মোবাইল ফোন, PDA (Personal Digital Assistant), স্মার্টফোন, Desktop, ল্যাপটপ ডিভাইস দ্বারা যখন কোনো ব্যাংকিং কার্য সম্পাদন করে তখন তাকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। এটি একটি শাখাহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ডাচ বাংলা ব্যাংক ২০১১ সালে সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। এরপর থেকে ব্র্যাক ব্যাংক চালু করে bkash, ইসলামী ব্যাংক চালু করে M-cash, মার্কেন্টাইল ব্যাংক চালু করে My-cash, UCB ব্যাংক চালু করে U-cash.।

◆ **মোবাইল ব্যাংকিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য -**
- WWW এর পূর্ণরূপ- World Wide Web.
- World Wide Web এর প্রচলন করেন Tim Berners Lee
- Tim Berners Lee World Wide Web এর প্রচলন করেন- ১৯৯০ সালে।
- SWIFT এর পূর্ণরূপ হলো - Society for World wide Interbank Financial Telecommunication.
- SWIFT code দ্বারা ব্যাংকসমূহের মধ্যে অর্থ ও সংবাদ স্থানান্তরিত হয়।
- SWIFT code- ৮ অথবা ১১ বর্ণের হতে হয়।
- ব্যাংকে হিসাব খুলতে গেলে ক্রেতার ব্যক্তিগত তথ্য যে ফর্মে পূরণ করা হয় তাকে- KYC ফর্ম বলে।

## Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- ই-বিজনেসের কোন মডেলে একজন ভোক্তা অন্য একজন ভোক্তার নিকট সরাসরি পণ্য বিক্রয় করে- **C2C.**
- SWIFT- **একটি পরিশোধ পদ্ধতি।**
- MICR-এর পূর্ণরূপ- **Magnetic Ink character Recognition.**
- কোন ব্যাংক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'Q-cash' চালু করে- **জনতা ব্যাংক লি.।**
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম MICR চেক প্রবর্তন করে কোন ব্যাংক- **স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।**
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ATM কার্ড প্রবর্তন করে কোন ব্যাংক- **স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।**
- কোন ধরনের পণ্যের জন্য ই-রিটেইলিং উপযুক্ত- **ভোগ্য পণ্য।**
- তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রক্রিয়াকৃত ডেটাকে কী বলা হয়- **ইনফরমেশন।**
- HTML এর পূর্ণরূপ কী- **Hyper Text Markup Language.**
- গ্রাহক পরিচিতি ফরম (KYC) চালু করার উদ্দেশ্য- **গ্রাহকদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য।**
- ICT-এর পূর্ণরূপ- **Information and Communication Technology.**
- E-retailing বলতে কী বোঝায়- **ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুচরা বিক্রয়।**
- ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় PIN শব্দের পূর্ণরূপ- **Personal Identification Number.**
- চেকের আধুনিক বিকল্প- **এটিএমকার্ড।**
- আধুনিক অফিসে যোগাযোগের জন্য কোন যন্ত্রটির ব্যবহার অপরিহার্য- **কম্পিউটার।**
- ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় অবদান কোনটি- **কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি।**
- কোম্পানির প্রযুক্তির মাধ্যমে যারা Outsourcing করে তাদেরকে কী বলা হয়- **ফ্রিল্যান্সার।**
- ঘরে বসে খুচরা পণ্য ক্রয়ের পদ্ধতিটি- **ই-রিটেইলিং।**
- বার্তা সংস্থা কোন শিল্পের অন্তর্গত- **সেবা পরিবেশক।**
- তথ্য কিসের উপর নির্ভরশীল- **উপাত্ত/ডাটা।**
- ই-ব্যাংকিং এর কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে- **১৯৯০ সালে।**
- ই-কমার্স-এ লেনদেনের মূল্য পরিশোধে ব্যবহৃত হয়- **ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (EPS)।**

## Part 4 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. এটিএম কার্ডের মধ্যে কোনটি উত্তম?**
Ⓐ গিফটকার্ড Ⓑ ডেবিটকার্ড Ⓒ ক্রেডিটকার্ড Ⓓ চেককার্ড — Ans Ⓒ

**02. বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা কত সালে চালু হয়?**
Ⓐ ২০০১ Ⓑ ২০০৪ Ⓒ ২০০৫ Ⓓ ২০১১ — Ans Ⓓ

**03. কোন ধরনের পণ্যের জন্য ই-রিটেইলিং উপযুক্ত?**
Ⓐ ভোগ্য পণ্য Ⓑ শিল্প পণ্য Ⓒ ব্রান্ড পণ্য Ⓓ স্থানীয় পণ্য — Ans Ⓐ

**04. কোনটি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের একটি রূপ?**
Ⓐ গ্রেপভাইন Ⓑ বাজ Ⓒ পাইপলাইন Ⓓ নয়েজ — Ans Ⓐ

**05. কার্য পরিসর বিবেচনায় নিম্নের কোনটির পরিধি বৃহত্তম?**
Ⓐ ই-বিজনেস Ⓑ ই-কমার্স Ⓒ ই-মার্কেটিং Ⓓ ই-রিটেইলিং — Ans Ⓐ

**06. অনলাইনে পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?**
Ⓐ ট্রেড Ⓑ ই-কমার্স Ⓒ হোমসার্ভিস Ⓓ বাণিজ্য — Ans Ⓑ

**07. ই-ব্যাংকিং প্রতিদিন গ্রাহকদের কয় ঘণ্টা সেবা দিয়ে থাকে?**
Ⓐ ৮ Ⓑ ১২ Ⓒ ১৮ Ⓓ ২৪ — Ans Ⓓ

**08. ই-বিজনেস পরিচালনার জন্য কোনটি আবশ্যক?**
Ⓐ টেলিফোন Ⓑ টেলিভিশন Ⓒ অর্থ Ⓓ ওয়েবসাইট — Ans Ⓓ

**09. তথ্য কিসের উপর নির্ভরশীল?**
Ⓐ উপাত্ত/ডাটা Ⓑ কম্পিউটার Ⓒ রেডিও Ⓓ টেলিভিশন — Ans Ⓐ

**10. ই-ব্যাংকিং এর কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে?**
Ⓐ ১৯৮৯ Ⓑ ১৯৯০ Ⓒ ১৯৯১ Ⓓ ১৯৯২ — Ans Ⓑ

**11. স্বয়ংক্রীয় নিকাশ ঘর থেকে পাওয়া যায় নিচের কোন পদ্ধতিতে?**
Ⓐ ই-ব্যাংকিং Ⓑ ই-রিটেইলিং Ⓒ ই-কমার্স Ⓓ ই-টিকেটিং — Ans Ⓐ

**12. তথ্যপ্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়?**
Ⓐ কম্পিউটার Ⓑ মডেম Ⓒ সেল্যুলারফোন Ⓓ ইন্টারনেট — Ans Ⓐ


CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ১২

# ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

**Part 1**

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে– শ্রমিক-কর্মী।
- কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (যেমন : ব্যাংক) বাংলাদেশ ব্যাংক CSR প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে বাৎসরিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে CSR প্রদানের পরিমাণ জানিয়ে রিপোর্ট দাখিল করতে হয়।
- ব্যবসায়ের বিভিন্ন কাজ ও নীতির ফলে যে সকল পক্ষ উপকৃত বা অপকৃত হয় তারা হল– **Stakeholder.**
  কিছু গুরুত্বপূর্ণ Stakeholder হল : Stockholder, Customers, Bankers, Suppliers, Media, Employees etc.
- **ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের কুফল :** পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণের মাঝে পলিথিন একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। পলিথিন এমন একটা পণ্য যা মাটির সাথে মেশেও না পানিতেও গলে না। ফলে এই পলিথিন মাটি ও পানি দূষণের অন্যতম কারণ, ঢাকা শহরে ১ জানুয়ারি ২০১২ এবং সারাদেশে ১ মার্চ ২০১২ থেকে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

■ **ব্যবসায়িক মূল্যবোধ :** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যেসব আদর্শ, নিয়মনীতি ও আচার-আচরণ প্রদর্শিত হয় তখন তাকে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলে।
- মানুষের মনে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় দীর্ঘদিনের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে।
- ব্যবসায় মূলত - সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

■ **ব্যবসায় নৈতিকতা :** ন্যায় ও সততার আদর্শে পরিচালিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেই ব্যবসায়িক নৈতিকতা বলে। রাষ্ট্রের আইনকানুন সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে বৈধ ও জনকল্যাণমূলক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সাথে ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পৃক্ত।

■ **ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility: CSR) :**
- সমাজ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুবিধার বিপরীতে ব্যবসায় এর সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের কল্যাণের জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ করে তাকে- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে।
- CSR ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
- সামাজিক দায়িত্ব আর্থিক ও অনার্থিক উভয় ভাবেই সম্পাদিত হতে পারে।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পাদনের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে প্রতিষ্ঠান কর সুবিধা নিতে পারে।

■ **সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম :**

০১. **আকিজ গ্রুপ :** বাংলাদেশের স্বনামধন্য উদ্যোক্তা মরহুম আকিজ উদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত আকিজ গ্রুপ অন্যতম শিল্প গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে আকিজ গ্রুপের আদ-দ্বীন ফাউন্ডেশন চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করেছে।

০২. **স্কয়ার গ্রুপ :** প্রয়াত স্যামসন এইচ. চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত স্কয়ার গ্রুপ বাংলাদেশে একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প গ্রুপ হিসেবে পরিচিত। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিতে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এছাড়া পাবনাতে তাদের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

০৩. **গেটস ফাউন্ডেশন/ বিল এন্ড মেলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশন :** ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গেটস ফাউন্ডেশন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত প্রাইভেট ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনটি গঠিত হয়েছে বিল গেটস এবং তাঁর স্ত্রী মেলিন্দা গেটস এর নাম অনুসারে। এ ফাউন্ডেশনের ৩ জন ট্রাস্টি হলেন : বিল গেটস, মেলিন্দা গেটস, শেয়ার ব্যবসায়ী ওয়ারেন বাফেট। এ প্রতিষ্ঠান ৩টি খাতে দান করে।

প্রধান খাতগুলো হলো :

ক. **বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি** – প্রতি বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান।
- পোলিও নির্মূলে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ব বাজেটের ১৭% প্রদান করে।
- রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসা খাতে গবেষণার জন্য অর্থ প্রদান।

খ. **বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি** – দরিদ্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান (উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর অন্তর্ভুক্ত)।
- কৃষি গবেষণার সহায়তা (আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট), IRRI এর অন্তর্ভুক্ত।
- বিশেষ সহায়তাও প্রদান করে থাকে।

গ. **যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কর্মসূচি** – গেটস ফাউন্ডেশন আমেরিকার স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বৃত্তি ও এককালীন অনুদানে প্রচুর ব্যয় করা হয়।



CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৪. ব্যাংক : বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো CSR (Corporate Social Responsibility) খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে। ব্যাংকগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী শিশু ও বিধবা নারীদের সাহায্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। যে কোনো প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাংক অনেক বেশি সহায়তা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ২০০৭ সালের সিডরের পর এবং ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর ব্যাংকগুলো ক্ষতি পরিবারগুলোকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা করেছিল।

০৫. গ্রামীণ ফোন : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টেলিযোগাযোগ কোম্পানি গ্রামীণফোন প্রতি বছর জনসচেতনতা সৃষ্টি, সরকারের টাকা দান, চক্ষু চিকিৎসা সেবা, বিশু পানি, টেলিফোন, চিকিৎসা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু যত্ন প্রদান, অনলাইন স্কুল সেবা, শিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি কাজ করে থাকে। ২০০৭ সাল থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স মিলে তারা শিশুদের পোলিও টিকাদান করছে। এছাড়া, গ্রামীণফোন 'সুখের হাসি' প্রজেক্টের আওতায় নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা দিচ্ছে।

■ **পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি/ব্যবসায় সংগঠনের দায়িত্ব :**

→ বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ আদালত আইন ২০০০, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসরণ করে তাদের ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করা।

→ বণিক সমিতি ও ব্যবসায় সংগঠনগুলোর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আরেকটি দায়িত্ব হলো ISO সনদ গ্রহণ করা। কারণ ISO 9000 & 14,000 সিরিজগুলো বি করে ISO 14000 পরিবেশ সংরক্ষণ ও পণ্য বা সেবার মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

→ **ETP :** ETP এর পূর্ণরূপ হলো Effluent Treatment Plant. যা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বর্জ্য পরিশোধনাগার এর জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপ 3R ব্যবহৃত হয়- Reduce, Reuse, Recycle।

## Part 2 At a glance [Most Important Information]

- CSR এর পূর্ণরূপ - **Corporate Social Responsibility.**
- বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানের অবদান সবচেয়ে বেশি- **গেটস ফাউন্ডেশন।**
- মূল্য সংযোজন কর কিসের উপর ধার্য করা হয়- **দ্রব্য ও সেবা।**
- অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এগিয়ে থাকার জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন- **পণ্যের মান।**
- 3R এর পূর্ণরূপ- **Reduce, Reuse, Recycle.**
- নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কোন ব্যবসায় পরিবেশের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত- **সামাজিক।**
- 'সামাজিক ব্যবসায়' ধারণার প্রবক্তা - **ড. মুহাম্মদ ইউনুস।**
- একজন ব্যবসায়ীর জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করা কোনটির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়- **নৈতিকতার।**
- নীতিবোধ মূলত কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত- **সত্য ও ন্যায়ের।**
- ব্যবসায়ের সব থেকে মর্যাদার বিষয়- **সুনাম।**
- খাদ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের কোন ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে হবে- **ব্যবসায়ের নৈতিকতা।**
- Ethos কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে- **গ্রিক।**
- ব্যবসায় নৈতিকতা- **ন্যায়নীতি অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা।**
- পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রেখে ব্যবসায়ে কাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে- **ক্রেতা ও ভোক্তা।**
- ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান- **সামাজিক।**
- বাংলাদেশে কত সালের 'পরিবেশ আদালত আইন' প্রচলিত রয়েছে- **২০০০।**
- বাংলাদেশে প্রচলিত 'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন' কত সালের- **১৯৯৫।**
- ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করে- **সামাজিক।**
- যে কোনো সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা- **সরকার।**

## Part 4 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

**01. Ethos কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
Ⓐ ল্যাটিন Ⓑ ফরাসি Ⓒ গ্রিক Ⓓ জার্মানি **Ans C**

**02. মূল্যবোধ কোনটির সাথে সম্পর্কযুক্ত?**
Ⓐ সততা Ⓑ নিষ্ঠা Ⓒ ন্যায়বোধ Ⓓ স্থায়ী বিশ্বাস **Ans C**

**03. 'টাইফয়েড' রোগের জন্য নিচের কোন দূষণটি দায়ী?**
Ⓐ মাটি Ⓑ বায়ু Ⓒ পানি Ⓓ শব্দ **Ans C**

**04. মূল্যবোধ দ্বারা মানুষের কোনটি প্রভাবিত হয়?**
Ⓐ বিবেক Ⓑ আচরণ Ⓒ জ্ঞান Ⓓ যোগ্যতা **Ans B**

**05. ব্যবসায়ের সব থেকে মর্যাদার বিষয় কোনটি?**
Ⓐ মুনাফা Ⓑ সমৃদ্ধি Ⓒ শৃঙ্খলা Ⓓ সুনাম **Ans D**

**06. ব্যবসায় কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?**
Ⓐ সামাজিক Ⓑ রাজনৈতিক Ⓒ পারিবারিক Ⓓ অর্থনৈতিক **Ans A**

**07. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি মহামূল্যবান দিক?**
Ⓐ মূল্যবোধ Ⓑ নৈতিকতা Ⓒ A + B Ⓓ নীতি **Ans C**

**08. বর্জ্য পানিতে ফেললে কী ধরনের দূষণের সৃষ্টি হতো?**
Ⓐ বায়ুদূষণ Ⓑ মাটিদূষণ Ⓒ পানিদূষণ Ⓓ শব্দদূষণ **Ans C**

**09. সরকারের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো?**
Ⓐ কর প্রদান Ⓑ বেতন Ⓒ বোনাস Ⓓ বিল্ডিং **Ans A**

**10. বাংলাদেশে কত সালের 'পরিবেশ আদালত আইন' প্রচলিত রয়েছে?**
Ⓐ ১৯৯২ Ⓑ ১৯৯৫ Ⓒ ১৯৯৭ Ⓓ ২০০০ **Ans D**

**11. ঢাকার সদরঘাটে লঞ্চের ভেঁপু বাজানোতে কোন ধরনের দূষণ ঘটে?**
Ⓐ পানি Ⓑ শব্দ Ⓒ বায়ু Ⓓ সামাজিক **Ans B**

**12. বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা কোন সালের?**
Ⓐ ১৯৯৫ Ⓑ ১৯৯৭ Ⓒ ১৯৯৯ Ⓓ ২০০০ **Ans B**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner